NEETEE DURPUN

FOR THE USE

OF

SCHOOL-BOYS.

BY

GOPAUL CHUNDER MOJOOMDAR

PART 1.

নীতিদর্পণ ।

প্রথম খণ্ড

শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

CALCUTTA :

PRINTED AT THE NEW PRESS.

1857.

বিজ্ঞাপন।

ইদানীং বঙ্গীয় ভাষায় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু সহজ এবং সুললিত ভাষায় কোন প্রকার নীতিজ্ঞান প্রদায়ক পুস্তক অত্যল্প দৃষ্ট হয়, যাহার মনোরঞ্জন গল্প পাঠে মোহিত হইয়া ছাত্রবৃন্দ অনায়াসে নীতি নৈপুণ্য লাভ, স্বজাতীয় ভাষায় রচনা ও অনুবাদ করিতে সক্ষম হইতে পারে।

হা! কি দুঃখের বিষয় কোন কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে অত্যুৎকৃষ্ট সাধুভাষায় শিক্ষা প্রদান করণাভিপ্রায়ে আদিরস ঘটিত পুস্তক সমস্ত প্রচলিত হইয়া কোমল বুদ্ধি বালকদিগকে উক্ত রসে রসিক করিতেছে। অতএব বিদ্যালয়ের উক্তরূপ কুপুস্তক প্রচলিত দোষ দূরীকরণ জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়া এই "নীতিদর্পণ„ নামক নীতি জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে পাঠকগণের প্রীতিজনক ভাব ভঙ্গি অনু-প্রাস শব্দ বিন্যাস ইত্যাদি কিছুই প্রসঙ্গ হইল না, তথাপি নীতি দর্পণ প্রচার করিতে স্পর্দ্ধান্বিত

হইলাম, যেহেতু যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তিরা জগদুজ্জ্বলকারি প্রভাকরের ন্যায় অতি কদাকার রচনাকেও এককালে হেয় জ্ঞান না করিয়া সংশোধন-রূপ উজ্জ্বল জ্যোতি নিক্ষেপ করিয়া লেখকদিগের প্রতি যথোচিত উৎসাহ সম্প্রদান করেন। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল বোধ করিব।

কলিকাতা
সন১২৬৩ সাল
তারিখ ২০ আশ্বিন

শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার।

নির্ঘণ্ট

পত্রাঙ্ক

নীতিদর্পণ

প্রথম খণ্ড

ঈশ্বর পরায়ণতার বিষয়।

উজ্জয়িনী নগরে অখণ্ড ভূমণ্ডল বিখ্যাত, মহা বিক্রমশালী, বিক্রমাদিত্য নামে রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় প্রজাগণের কুশলাভিলাষে সমস্ত দিবা নিয়ত রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ভক্তিভাবে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরাধনায় সমস্ত রজনী যাপন করিতেন। এক দিবস তদীয় অমাত্যবর্গ একত্র সমাগত হইয়া একান্ত বিনীতভাবে অভিবাদন পুরঃসর রাজ-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি

পুটে কহিল, মহারাজ! আপনি আমাদিগের অধিপতি, আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু আপনার কুশলাকাঙ্ক্ষি হওয়া আমাদিগেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে আপনি কি নিমিত্তে যথাযোগ্য কালের বিশ্রাম সুখ পরিত্যাগ করিয়া দিন যামিনী কেবল শারীরিক শ্রম ও মানসিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতেছেন? ঈদৃশ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম কদাপি শ্রেয়স্কর নহে, ইহা আপনি বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ভূপতি উত্তর করিলেন, হে অমাত্যগণ! যদি আমি দিবসে আলস্যের বশীভূত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তবে বিশৃঙ্খলানল প্রজ্বলিত হইয়া প্রজাদিগকে দুঃসহ যাতনায় নিক্ষিপ্ত করিবে, এবং রজনীযোগে কোন পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা না করিয়া কেবল নিদ্রায় বিচেতন থাকিলে পরলোক-যাত্রা কালে দুরন্ত কৃতান্ত ভবনে আমাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এতন্নিমিত্তে দিবসে রাজকীয় ব্যাপার ও যামিনীযোগে জগদীশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্ট

থাকিয়া কাল হরণ করিতেছি, ইহাতে ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল হইবে।

ঐ বিষয়।

মৎস্য দেশে মহাবল পরাক্রান্ত এক মহীপাল ছিলেন, তাঁহার প্রতাপজ্যোতি নামক পরম গুণবান্ এক পুত্র ছিল। এক দিবস রাজা রাজ্যস্থ কোন ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক সুখস্বাচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করণোপযুক্ত কতিপয় সংক্ষিপ্ত সদুপদেশ প্রার্থনা করাতে, ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, হে রাজবংশধর প্রতাপজ্যোতি! যদি ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরম পদ প্রাপ্তির বাসনা কর, তবে সমস্ত রজনী আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বরের সিংহাসন সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া একান্তচিত্তে উপাসনা কর, এবং দিবাভাগে স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করত যথাসাধ্য বিচার দ্বারা দুষ্ট দমন ও শিষ্ট প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও, ইহাতে ঐহিক ও আমুত্রিক পরম সুখ অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ঐবিষয়।

যমুনা তীরে জয়স্থল নগরে গুণসিন্ধু নামে রাজা বাস করিতেন, পরম ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রগ্রাহী এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সভাসদ ছিলেন। রাজা প্রত্যহ সামাজিকদিগের সহিত একত্রিত হইয়া যথাকালে বিহিত বিধানে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এক দিবস উপাসনার কাল উপস্থিত হইলে নৃপতি বৈষয়িক ব্যাপারে নিতান্ত নিবিষ্টমনা থাকিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে বিস্মৃত হইলেন, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান পুরঃসর উপাসনার স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলে তত্রত্য একজন অমাত্য আসিয়া তাঁহাকে কহিল, হে দ্বিজবর! আপনি কি মহারাজের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন না? ইহাতে সেই ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজ-প্রিয় অমাত্য! ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম ও তদীয় আরাধনা অন্যের অবকাশ বা ইচ্ছার প্রতি কদাপি নির্ভর করে না, অতএব আমি উপাসনার সময় উত্তীর্ণ করিতে পারি না। ইহা শুনিয়া অমাত্য কহিল, আপনি যাহা

কহিলেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আপনার ঈদৃশ ব্যবহার শ্রবণ করিলে রাজা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন। পরে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, যিনি সর্ব্ব শুভাশুভের নিয়ন্তা মঙ্গলাকর জগদীশ্বর, যদি কোন ক্রমে তাঁহার কৃপাপাত্র হইতে পারি তবে প্রাকৃত লোকের অসন্তোষ বা অকৃপায় আমার কি অপকার হইবে? দৈবযোগে এতাবৎ কথোপকথন রাজা স্বকর্ণে শ্রবণ করত ভক্তিরসে আর্দ্রীভূত হইয়া সেই ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণকে অশেষ প্রকার প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিতে লাগিলেন।

ধনিব্যক্তিও নানা চিন্তায় বিব্রত।

বসন্তপুর নগরীতে বিরাজ নামে এক শান্ত সুশীল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য অর্থ-পূর্ণ কোষাগার সুরম্য উদ্যান ও অট্টালিকা প্রভৃতি বিস্তর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পুত্র, পৌত্র অথবা দৌহিত্রাদি কোন উত্তরাধিকারি ছিল না। রাজা চরমাবস্থায় কলেবর শীর্ণ

ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইলে মৃত্যু সন্নিহিত বোধ করিয়া মন্ত্রি ও কর্ম্মচারিদিগকে একত্র করিয়া স্বকীয় ইচ্ছা-পত্র প্রকাশ করিলেন “আমার মৃত্যুর পর দিবস প্রত্যূষে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে নগর দ্বারে প্রবেশ করিবে তোমরা তাহাকেই রাজ্যা-ভিষিক্ত করিবে। কোনক্রমে যেন ইহারঅন্যথা-চরণ না হয়,,।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজা বসন্তবিরাজ ভৌতিক লীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে দৈব বশতঃ একজন ছিন্ন-বাসা ভিক্ষাচারী আসিয়া নগর-দ্বারে উপস্থিত হইল। রাজপুরু-ষেরা মহারাজের নিদেশানুসারে তাহাকেই হিরণ্ময় ছত্র ও মণিময় মুকুটাভরণ প্রদান ক-রিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন অপনারাও যথাযোগ্য স্থানে নিয়ত উপস্থিত রহিলেন। অতঃরপ নবীন ভূপতি যথা-নিয়মে রাজকার্য্য প-র্য্যালোচনা করিয়া বিষয় বাসনায় কালযাপন ক-রেন। দুঃখের লেশমাত্র জানেন না। কিন্তু জীবন রূপ নদীর সুখরূপ স্রোতঃ কদাপি সমভাবে প্রবাহি ত হয় না। কাল সহকারে দেশ মধ্যে নানা বিশৃ-

স্খলতা ঘটিতে লাগিল। অধিকৃতেরা একত্র হইয়া রাজবিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। রাজা নানা স্থান হইতে সপত্নাগম ও ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবার সম্ভাবনায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও চিন্তাকুল হইলেন। ইতি মধ্যে এক দিবস ভূপতির পূর্ব্ব সমভিব্যাহারি এক সন্ন্যাসী আসিয়া নগর প্রবেশানন্তর অবগত হইলেন যে তাঁহার প্রিয়-সখা এই বসন্তপুরের রাজা হইয়াছেন। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিয়া সন্ন্যাসী রাজ দর্শনে চলিলেন পরে রাজ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথোচিত বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ, এ দীন-হীনকে কি চিনিতে পারেন?

ভূপাল চির-বন্ধুর সন্দর্শনে পুলকিতচিত্ত হইয়া আশু সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কর গ্রহণ পুর্ব্বক এক বিজন প্রকোষ্ঠে উপবেশন করাইলেন। তখন উদাসীন কহিলেন, আপনি এক্ষণে রাজা হইয়া নানাবিধ ভোগসুখে কাল যাপন করিতেছেন, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা ক্লিষ্ট হইয়াছেন ইহার কারণ কি? ইহাতে রাজা

উত্তর করিলেন, সখে যখন ভিক্ষা-পাত্র করে লইয়া তোমার সঙ্গে দেশ বিদেশ ও কানন পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতাম, তখন কি লোকাতীত আনন্দ এবং পরম সুখানুভব করিতাম, চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না। দিনান্তে কেবল যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, তাহাও অনায়াসে প্রাপ্ত হইতাম। এক্ষণে আমার প্রতি সমস্ত রাজ্যের ভারার্পিত হইয়াছে সুতরাং সতত বিষয় রক্ষার বিষম চিন্তায় কলেবর শীর্ণ হইতেছে। যাহা হউক বয়স্য তোমাকে ধন্যবাদ করি, যেহেতুক তোমার কোন দুর্ভাবনা নাই,এবং তুমিই সর্ব্বক্ষণ সুখী।

অতএব ধনি ব্যক্তিদিগের ধন সম্পত্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরম সুখি জ্ঞান করা এবং আপনাকে চিরদুঃখি বোধ করিয়া দুঃখিত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য, যেহেতুক চিন্তারূপ সর্প তাহাদিগেরও বক্ষঃস্থলে অনুক্ষণ দংশন করিতেছে। আর এই অসার সংসারে কেবল সারগ্রাহী উদাসীন ব্যক্তিরাই ঈশ্বর গুণানুগানে এবং তদ মহিমা বর্ণনে সতত লোকাতীত সুখানুভব করি-

তে সক্ষম তদ্ব্যতীত অন্য কেহই চিরকাল সুখী নহে।

আপন হইতেই গোপন প্রকাশ।

গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে শিখরপুর নামে এক উপনগর ছিল। তথায় চন্দ্রসেন নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত ভুম্যধিকারী বাস করিতেন। তিনি একদা অতি গোপনীয় ব্যাপার সমস্ত স্বীয় প্রিয় বয়স্যের নিকট প্রকাশ করিয়া পরিশেষে বহুশঃ নিষেধ করিলেন, মিত্র তুমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত একারণ তোমার সমীপে কিছুই গোপন রাখি না। কিন্তু সাবধান যেন অন্য কেহ জানিতে না পারে। কিয়দ্দিবস মধ্যে সেই সমস্ত গুপ্ত ব্যাপার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে চন্দ্রসেন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া ব্যবস্থানুসারে দণ্ড বিধান করণের মানসে নিকটস্থ এক সুরম্য তপোবনে সমাগমন করিলেন। আশ্রমবাসি ঋষিগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আপন অপ্রকাশ্য কথা প্রচার বিষয়ক সামূলতঃ সমস্ত নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে তপস্বি

মহাশয়েরা ঈদৃক বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মাকে কি পর্য্যন্ত নিগ্রহ করা উচিত। তাহাতে এক জন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তপস্বী উত্তর করিলেন। চন্দ্রসেন? তুমিই অগ্রে তাহার নিকট কহিয়া স্বীয় গোপন প্রচার করিয়াছিলে। পশ্চাৎ সে অন্যের অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছে এ কোন বিচিত্র কথা নহে। আর তজ্জন্য তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

অতএব কোন গুপ্ত কথা এক জনের নিকট প্রকাশিত হইলে পরে অনেকেই জানিতে পারে। যুবা ব্যক্তিরা ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই সতর্ক হইবেন।

শিষ্টাচার এবং সদ্দৃষ্টান্তের ফল।

কলিঙ্গদেশে কৃপাবল্লভ নামে এক কৃপাকর রাজা ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র প্রিয়-পুত্রের নাম প্রাণপ্রিয় ছিল। রাজনন্দন শৈশবাবস্থার অধ্যবসায় ক্রমে অত্যন্ত অবাধ্য অনাবিষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সদ্দৃষ্টান্তের সুমিষ্ট ফল মাহাত্ম্যে পরিণামে প্রকৃত

রূপ বিজ্ঞ বিবেচক এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ক্ষিতি প্রান্তরীয় দ্বীপান্তর পর্য্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ রাজপুর সন্নিকটে এক দুরদর্শী দেশহিতৈষী অতিথিভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। যুবরাজ এক দিবস তাঁহার অতিথি ভক্তি পরীক্ষার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিদেশি বৈষ্ণবের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তদীয় আবাসে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি সন্দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা, করিতে২ উদ্যানস্থিত এক সুদৃশ্য লতাচ্ছাদিত মনোহর এবং কলেবর শীতলকর কুঞ্জ মধ্যে উপবেশন করাইলেন। পরিশেষে বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ভোজ্য ও সুরস পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নবীন সন্ন্যাসি রূপি অতিথির ভোজন সময়ে স্বহস্তে ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কুমার প্রাণপ্রিয় আতিথেয়ের শ্রদ্ধাতিশয়ে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে যথোচিত মিনতি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন। মহাশয় আমি আপনকার ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হই-

য়াছি, অভিলাষ এই যে আপনি আমার নিকট হইতে উপঢৌকন স্বরূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন। তাহাতে দ্বিজবর উত্তর করিলেন, হে নবীন চূড়ামণে! তাহাতেই যদি আপনকার একান্ত সন্তোষ জন্মে তবে সময়ক্রমে কতিপয় দ্রাক্ষা ফল আনিয়া দিয়া চিরবাধিত করিবেন। কারণ আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন অনায়াসেই আনিতে পারিবেন। তখন ছদ্মবেশী নৃপনন্দন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়ের এই উদ্যানে অপর্য্যপ্ত সুপক্ব দ্রাক্ষাফল দেখিতেছি। মহাশয় তথাপি তাহার একটিও গ্রহণ না করিয়া আমার নিকটে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলেন ইহার বীজ কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণ এতন্নগর বাসিগণ রাজনীয়মানুসারে সম্বৎসরান্তে রাজদূতগণ আসিবা মাত্র ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ও ফল সমস্তের চতুর্থাংশের একাংশ কর স্বরূপ অগ্রে রাজাকে প্রদান করিয়া অবশেষে আপনারা গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু রাজকীয় লোকেরা অদ্যাপি মদীয় উদ্যানের ফল

গ্রহণ করিতে আইসে নাই। এক্ষণে এ সমস্ত ফল ব্যবহার করিলে রাজধনের অপচয় করা হয়। একারণ আপনকার সেবার্থেও একটি স্পর্শ করিতে পারিলাম না। ইহাতে রাজনন্দন দেখ দেখি লতাবলী সমস্ত সমধিক ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে স্বল্প মাত্র তুলিয়া লইলে রাজকিঙ্করেরা কোন মতে জানিতে পারিবে না। অতএব আপনি অনায়াসে প্রয়োজনোপযুক্ত গ্রহণ করুন। তাহাতে বিপ্রবর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। হাঁ দুই চারিটি ফলের ন্যূন হইলে রাজদূতেরা তাহার বাস্প মাত্র জানিতে পারিবে না সে কথা যথার্থ বটে কিন্তু যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বোপরি রাজা তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিতেছেন এবং সকল লোকের অন্তঃকরণ জানিতেছেন। তিনিই উত্তমাধম কার্য্য হেতু সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করিতেছেন এবং ক্রিয়া মাত্রে তাঁহার গোচর হইতেছে। আমি প্রকৃত রাজ-ভয়াপেক্ষা তাঁহার ভয়েই ভীত।

হায়! সুদৃষ্টান্তের কি আশ্চর্য্য ফল, ব্রাহ্মণের ধার্ম্মিকতা দর্শনে ও নীতিবাক্য শ্রবণে

অশিষ্ট এবং অনাবিষ্ট নৃপনন্দন উত্তমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তদবধি অতিশিষ্ট এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেন এবং পরিশেষে পরমসুখে প্রজা পুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন।

অতএব মনুষ্যেরা অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদাই ধার্ম্মিক লোকের অনুগামি হইবে। তাহাতে যে কিপর্য্যন্ত ইষ্টলাভের সম্ভাবনা তাহা এই উপন্যাসে বিশেষরূপে বর্ণিত হইল!

সন্তোষের বিষয়।

কোন সময়ে ভূপতি হরিশ্চন্দ্র দৈবের প্রতিকূলতাচরণ প্রযুক্ত সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালীন তাঁহার গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ও পদাবরণ পাদুকা পর্য্যন্ত কিছু মাত্র ছিলনা। রাজা হরিশ্চন্দ্র তথাপি হৃষ্টান্তঃকরণে বাতুল বেশে দেশে২ ভ্রমণ করিতেন। এক মুহূর্ত্তকের জন্যও মনের খিন্নতা বা অসন্তোষ প্রকাশ করি-

তেন না। কিন্তু এক দিবস শীতের পাদুর্ভাব সময়ে অতি প্রত্যূষে এক বিস্তীর্ণ তৃণময় ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইলে তথায় অতি শীতকর শিশির বিন্দুস্পর্শে চরণদ্বয় স্ফীত, সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশানুভূত হইল। তৎকালে এই মাত্র বিলাপ করিয়া কহিলেন। হায়! কি দুর্দ্দৈব রাজ্যধন সম্পদও নানা সুখে বিমুখ হইয়াছি তাহাতেও ঈদৃক কষ্ট বোধ হয় নাই। এক্ষণে অনাবৃত চরণে ও শীত বস্ত্রাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। এমত কোন উপায় দেখিনা যে তদ্বারাএ দুঃখ নিবারণ হইতে পারে। অতএব মাদৃশ ব্যক্তির মরণই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র ঈদৃশী অবস্থায় ভ্রমণ করিতে২ কিয়দ্দূরে এক দেবালয় প্রাপ্ত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির প্রবেশানন্তর দর্শন অর্চ্চনাদি সমাপন করিয়া বহির্গত হইয়া দেখিলেন। অনতি দূরস্থ বট বিটপি তলে কতিপয় ভাগ্যহীন ব্যক্তি কেহবা চরণ হীন কেহবা হস্তবিহীন কেহবা জন্মান্ধ ইত্যাদি

একত্র উপবেশন করিয়া পরস্পর হাস্য কৌতু-কাদি করিতেছে কেহবা করতালি দিতেছে কেহবা উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতেছে। ভূপ-তি তদ্দর্শনে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বরকে সহস্রং ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। হে অ-সীম করুণাকর করুণাময় তুমি যখন যাহাকে যে অবস্থায় অবস্থান করাও তখন তাহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নতুবা অসন্তোষ প্রকাশে কেবল ক্লেশেরই বৃদ্ধি হয়। এবম্প্র-কার চিন্তা করত পুনশ্চ উল্লসিতান্তঃকরণে গান করিতেং অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অতএব যদিও দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়। তখন তাহাতেই হৃষ্টান্তঃকরণে কালযা-পন করা উচিত নতুবা সেই দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া মন এবং শরীরকে জীর্ণ করিতে থাকে।

নম্রতার বিষয়।

চন্দ্রবংশীয় রাজা পরিক্ষিত যৎকালীন, ই-ন্দ্রপ্রেস্থে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন। একদিবস কোন তপোধন রা-

জদর্শন মানসে রাজ পুরমধ্যে সমাগমন করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে ভূপতি দৃষ্টি পথ মধ্যে তদ্দর্শন পাইবা মাত্র স্বয়ং গাত্রোত্থান পুরঃসর কতদূর হইতে অগ্রসর করিয়া পরে চরণ বন্দন ও উপবেশনার্থে অপূর্ব্ব আসন প্রদান করিলেন। তপস্বীও, দীর্ঘায়ুরস্তু, বলিয়া সন্তোষচিত্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, মহারাজ আপনকার যে বংশে জন্ম, এমত ব্যবহার না হইবে কেন!

পরন্তু রাজা তাপসের সহিত কথোপকথন সমাপ্ত হইলে তৎপ্রত্যাবর্তন সময়েও পুনশ্চ সিংহাসন শূন্য করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত পরিশেষে প্রণাম করিয়া বিযুক্ত হইলেন। এমত সময়ে এক রাজ বয়স্য আসিয়া গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল। হে রাজন্! আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া কি নিমিত্তে অসম্ভাবিত নম্রতা প্রদর্শন করেন। ইহাতে যদিও কোন দোষ নাই তথাপি রাজগৌরব ও রাজসম্ভ্রমের ত্রুটি হয়। তাহাতে রাজা পরিক্ষিত, ঈষদ্ধাস্য করিয়া

কহিলেন, বয়স্য পিতা মাতা ব্রাহ্মণ ও উপদেশ দাতা ইত্যাদি গুরু পরম্পরায় ব্যক্তিদিগের নিকট নম্রও সুশীল হইলে যে সম্ভ্রমের ত্রুটি হয় সে সম্ভ্রম কেবল ভ্রমজনক। আর ইহাতে যে গৌরবের হানি হয় তাহা কেবল ভাবি অগৌরবের কারণ বলিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি ধনশালী হইয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হয় এবং শ্রেষ্ঠদিগকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত অসম্মান করে। তাহাকে পরকালে নিরয়গামী হইতে হয়।

সুধাকর বংশধর রাজা পরিক্ষিত ভূমণ্ডলাধিকারী হইয়াও অহঙ্কারের লেশ মাত্র জানিতেন না এজন্য তাঁহার সুযশ ও প্রশংসাও চিরস্থায়িনী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন কোন কোন অল্প বুদ্ধি লোকেরা অতি অল্প বিষয়ে বিষম উন্মত্ত হইয়া মনুষ্যকে মনুষ্যজ্ঞান করেনা এবং যে চিরকালাবধি বান্ধব তাহাকেও নীচ জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তৎফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগের দুর্দ্দশা ও উপস্থিত হইতেছে। অত-

এব হে পাঠক বর্গ তোমরা রাজা পরিক্ষিত অথবা উক্ত লোকদিগের অনুগামি হইবে।

গৃহিদিগের কিং কর্ত্তব্য।

কাঞ্চীপুর নগরীতে বীরসিংহ নামে এক বীর প্রধান ভূপতি ছিলেন। তিনি সপ্তাহান্তে ঘটিকা মাত্র যদৃচ্ছাক্রমে রাজ কার্য্য সমাধা করিয়া অহর্নিশ নবযুবতি নর্ত্তকীদিগের সহিত নৃত্যগীতে এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট আমোদে কাল যাপন করিতেন, একদা নিশীথ সময়ে "কি কর রাজন, ভয়ঙ্কর মৃত্যুপতি অনতিদূরে প্রতীক্ষা করিতেছেন,, এই মাত্র দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নৃপতি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং সেই দিবসাবধি তাঁহার মনঃপথে পরমার্থ ভাবের আবির্ভাব হইল। রাজা এসংসার অসার মাত্র জ্ঞানকরত একান্ত ঔদাস্য চিত্ত হইয়া অমাত্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন। হেভ্রাতৃ বর্গ! তোমরা বিবেচনা কর, আমি চিরদিন ভোগ সুখে ভ্রান্ত হইয়া পারত্রিক নিস্তারের চিন্তামাত্র করিনা। আর কত কালবা জীবিত

থাকিব। আপনাকে শমনকৃত কেশাকর্ষিত মনে করিয়া মানবদিগের পুণ্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তর্গত পর্ব্বতোপরি পরেশনাথ শিব সন্দর্শনে যাত্রা করিব তোমরা পাথেয় দ্রব্যাদি আহরণ করিতে আরম্ভ কর,,

নৃপতির ঈদৃশ নিদারুণ প্রস্তাবে রাজপুরুষেরা সকলেই চিন্তাকুল হইয়া একতা পূর্ব্বক রাজাকে নিরুদ্দম করণের সূচনা আরম্ভ করিলেন, প্রথমতঃ সামাজিকেরা যথোচিত বিনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ আপনি দেশান্তর গমন করিলে অত্যন্ত বিপদ গ্রস্ত হইবেন। যে হেতুক কাঞ্চীপুর হইতে পরেশনাথ অধিকদূর এবং দুর্গম জনশূন্য পর্ব্বতারণ্য পারান্তে আপনি সে পথে বহুলসৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলে কখনই তদুপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না। সুতরাং অনাহার ক্লেশে সকলেই বিনষ্ট হইবে। যদি অল্পলোক সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন তবে দুরন্ত দস্যুগণ সর্ব্বস্বাপহরণ ক-

রিয়া পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত দণ্ড করিবেক। সেনাপতিগণ—এই আপত্তি করিলেন হে দণ্ড ধর! আপনকার উপস্থিত থাকাই অস্মদাদির পরমোৎসাহের কারণ। আমরা রাজবলে বলবান হইয়া এক্ষণে অনায়াসে রণজয়ি হইয়া রাজ্য রক্ষণ ও শত্রু দমন করিতেছি কিন্তু আপনি বিদেশগামী হইলে অরাজক দৃষ্টে দেশ বিদেশীয় দুরন্ত শত্রুগণ সহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া রাজ্য লণ্ড ভণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইবেক, অতএব যাহাতে সর্ব্বদিগ রক্ষা হয় তাহাই কর্ত্তব্য, অনন্তর রাজবান্ধবেরা ও রাজপরিবার সমূহ সাশ্রু নেত্রে রোরুদ্যমান হইয়া কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। হে প্রভো তুমি রাজধানী শূন্য করিলে আমাদিগের অনন্যগতি। কিঙ্করেরা স্বার্থপর হইয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করিবে বিপক্ষেরা রাজ্য আক্রমণ করিলে সেনাগণ যুদ্ধে পরাঙমুখ হইবেক। এবং শত্রুগণ রাজ্যাধিকারি হইলে এই তোমার প্রাচীনা জননী এই তোমার লাবণ্যবতী প্রিয়তমা মহিষী এবং এই প্রাণতুল্য পুত্র কন্যা ইহারা সকলেই পর

প্রত্যাশি অথবা শত্রু হস্তে খণ্ড২ হইবেক। রাজা বীরসিংহ ঈদৃক প্রবোধ সূচক প্রতিবন্ধকে অগত্যা বন্ধন প্রায় তীর্থ দর্শনাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই দিবসাবধি সর্ব্বকার্য্যে বিরত হইয়া অহরহ এই মাত্র চিন্তা করেন। যে এসংসার অতি অকিঞ্চিৎকর ইহাতে আর এক মুহূর্তেকের জন্যও প্রবৃত্তি হইতেছেনা এবং ধন সম্পত্তি পরিবার প্রভৃতি সকলি অনিত্য ইহাদিগের মায়ারূপ মহাজালে যন্ত্রিত হইয়া আর কালক্ষয় করাও অকর্ত্তব্য। অতএব কি রূপে কোথায়বা প্রস্থান করি আর কোন কার্য্য সাধন ফলে পাপরাশির ধ্বংস হইয়া মোক্ষ দায়ি মহাপুণ্যের উদয় হইবে।

রাজাকে ঈদৃশীভাবাপন্ন দেখিয়া অমাত্যগণ সাতিশয় চিন্তাকুল হইল। এবং কোন ক্রমে প্রতীকার সম্পাদন করিতে নাপারিয়া ডিণ্ডিম দ্বারা নগর মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করাইল। যে যেকোন বিজ্ঞবর সতুপায় দ্বারা ভূপতির চিন্তাদূর করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি মহামান্য ও পুরস্কারের স্বরূপ কোষাগার হ-

ইতে প্রচুরধন প্রাপ্ত হইবেন। ঐ নগর প্রান্ত-ভাগে এক বিস্তীর্ণ শ্মশান ছিল, তথায় কোন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী নরকপালাসনে উপবেশন করিয়া সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দের উপাসনা করিতেন। এই ঘোষণা তাঁহার কর্ণগোচর হইবা মাত্র তিনি রাজপুরে সমাগত হইয়া রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। নৃপতি অকস্মাৎ এক তপস্বিকে সম্মখে দেখিয়া সসম্ভ্রমেউঠিয়া প্রণাম করিলেন এবং উপবেশনার্থে আসন অর্পণ করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তপস্বী অভীষ্ট সিদ্ধি হউক বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে দণ্ডপাল আপনাকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দৃষ্টি করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। অতএব আমার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেঅবশ্যই মানসী পীড়ার শান্তি হইবে। তাহাতে নৃপতি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া সন্ন্যাসিকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার দৈববাণী শ্রবণ, আত্ম বিবেক ও তীর্থ দর্শনেচ্ছা প্রভৃতি স্বাভিপ্রায় সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন উদাসীন

উত্তর করিলেন আপনি যে মানস করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সিদ্ধ বটে, কিন্তু কদাচ গৃহিলোকের কর্ত্তব্য নহে। আর যে তীর্থে যাত্রা করিতে অভিলাষ হইয়াছিল তাহা আপনকার পক্ষে অসাধ্য এবং অগম্য। আমি শ্মশানবাসী, ভস্মই আমার ভূষণ, পত্রই আমার আসন এবং অনশনই আমার ব্রত, তথাপি সে পথে গমন করিতে আমার অত্যন্ত ক্লেশানুভব হয়। আমি প্রাণান্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ও দ্বাদশবার পরেশনাথ সন্দর্শন করিয়াছি। আপনি যদি তাহার একবারের পুণ্যক্রয় করিয়া নিবৃত্ত থাকেন তাহাতে আমিও সম্মত হইব।

তখন রাজা অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন হে শ্মশানবাসি গুরুদেব যদি এ অকিঞ্চনের প্রতি একান্ত সদয় হইয়াছেন তবে কৃপা করিয়া বলুন যে কি পর্য্যন্ত মূল্য প্রদান করিলে সন্তুষ্ট হইবেন। সন্ন্যাসি উত্তর করিলেন দ্রব্যদ্রব্যেই বিনিময় হয়। আদিক্রিয়ার বিনিময়ে ক্রিয়া দর্শন করিলেই তুষ্ট হইব। ইহাতে রাজা কহিলেন হে প্রভো আ-

পনি যে কার্য্যে সন্তুষ্ট হইবেন আমি তাহাই করিব এই অঙ্গীকার করিলাম প্রাণান্তে তাহার অন্যথা করিবনা। তখন তপস্বী ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন আমি এই মাত্র বাঞ্ছা করি যে আপনি পূর্ব্ব ভাবনা পরিহরণ পূর্ব্বক প্রত্যহ একপ্রহরকাল রাজকার্য্যে অনুরত হইয়া দোষীর প্রতি দণ্ড ও নির্দ্দোষীকে সম্মান, রাজ্যের রক্ষা ও প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন করিবেন। আর দীন দরিদ্র ও অনাথা আতুরগণকে যথাযোগ্য দান ও সাহায্য প্রদান করিবেন। এবং ভার্য্যার প্রতি অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন, ও সন্তান সন্ততি ও অপরাপর ভৃত্যগণকে স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুশাসনে রাখিয়া কালযাপন করিবেন। আর প্রত্যহ যথোচিত ভক্তি সহকারে যথাসাধ্য ক্রমে এক চিত্তে ঈশ্বরারাধনা করিবেন, ইহা হইলে আমি তাবৎবারের তীর্থ যাত্রা হেতু সঞ্চিত পুণ্যের মূল্য প্রাপ্ত হইব। তখন রাজা ভ্রম রূপ কুজ্ঝটিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যথার্থ জ্ঞান দর্পণ প্রাপ্ত হইলেন। এবং স্পষ্টাভিধানে বুঝিতে পারিলেন যে মানবদিগের আ-

শ্রমশালী হইয়া কি কি কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য, আর গৃহের কর্ত্তা হইয়া পরিবার ও বন্ধু বান্ধব সমূহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভ্রমণ করা কি পর্য্যন্ত দূষ্য।

অতএব যে কোন গৃহী ব্যক্তি গৃহস্থের ক-র্ত্তব্য সাধনে বিরত হইয়া এবং স্বীয় পরিবার দিগকে বিষম ক্লেশে বিসর্জন দিয়া কেবল তীর্থ পর্য্যটনে কাল ক্ষেপণ করে সে কদাপিও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না।

বলবানের সহিত বিবাদ অকর্ত্তব্য।

কোন সময়ে দশরথ নামা এক বণিক্ নন্দন অশ্বারূঢ় হইয়া মৃগয়াভিলাষে অরণ্য পর্য্যটন করিতে ছিলেন সেই কানন সন্নিকটে কতিপয় বীর্য্যবন্ত বিদেশি ক্ষত্রিয় শিবির যোজনা করি-য়াছিল। বণিক্ নন্দন অধিক ক্ষণ একটা হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ কুরঙ্গীর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইলেন। তথাপি তাহাকে শর প্রহারো-পযুক্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলেন না। পরিশে-ষে হরিণী প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই ক্ষত্রিয়

দিগের বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন দশরথ মনোরথ পূর্ণ হইল মনে করিয়া দ্রুতগতি শিবির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া মৃগা বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ক্ষত্রিয় দলপতি শিবির হইতে বহির্গত হইয়া বণিকের প্রতি এই সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে যুবকবর শর সংযুক্ত শরাসন ধারণ পূর্ব্বক দ্রুতগমন করিতেছ বটে কিন্তু এক্ষণে ইহা শিথিল করিয়া ক্ষান্ত হও। সে মৃগী যখন প্রাণ ভয়ে ভীতা হইয়া আমাদিগের শিবির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন প্রাণপণেও তাহার জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার দৃষ্টান্ত ক্ষত্রিয় বংশ তিলক ত্রিজগৎ বিখ্যাত অর্জ্জুন মহাবীর দাণ্ডি নামক নৃপতিকে ব্যগ্র এবং শরণাপন্ন দেখিয়া পরমাত্মীয় অতি শ্রেষ্ঠ বান্ধব শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করিয়াও তাহাকে সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব তুমি কোন ক্রমেই আমাদিগের আশ্রিত মৃগীর প্রাণ হত্যা করিতে শক্ত হইবে না। যদি বল পূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিতে স্পর্দ্ধা কর তবে সত্বরই নষ্ট হইবে।

ইহা কহিয়া তিনি শিবির দ্বার রোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বুদ্ধিবিহীন দশরথ মৃগী লোভে লোলুপ হইয়া সে হিতকর বাক্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। এবং সেই ধীর ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার অসহ্য উক্তি প্রয়োগ করিয়া সহসা দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিবিরস্থ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ দশরথের অত্যাচারে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

অতএব হে পাঠকবর্গ কি স্বদেশে কি বিদেশে মহা প্রবল ব্যক্তির সহিত বিবাদ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। ইহাতে যে অনর্থ ও মহা প্রলয় ঘটে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্যাই আশ্রয়।

বারাণসী নগরীতে জন্মেজয় নামে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। জয় এবং অজয় নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ জয় সারগ্রাহী সুপণ্ডিত এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কনিষ্ঠ অজয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর দুরাচার এবং

দুর্ব্বৃত্ত ছিল। সে দুষ্ট স্বভাব বশতঃ একদা রজনীযোগে এক বারাঙ্গনালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি কপট প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কথায়২ করস্থিত ছুরিকা দ্বারা তাহার কণ্ঠছেদ করিয়া অলঙ্কারাদি সর্ব্বস্বাপহরণ করিল। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে নগর রক্ষকের সম্মুখে পতিত হইল। সে চোরকে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া কারাগারে আনয়ন করিতেছিল। এমত সময়ে তস্কর নগর পালকে একাকী দেখিয়া অপহৃত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে বাহুযুদ্ধে পরাভব করিয়া পলায়ন করিল। পরে নগরপাল সেই সমস্ত বেশ ভূষণাদি কাহার কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি তথ্যানুসন্ধান করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সামূলতঃ সমস্ত রাজগোচর করিল। নৃপতি কোনক্রমে চোরের অন্বেষণ নাপাইয়া দূত দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা জয়কে বিচারালয়ে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হাঁরে জয় তোমার কনিষ্ঠ কোথায়, তাহাকে কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া আসিয়াছ, শীঘ্র উপস্থিত কর নতুবা তো-

মার মস্তকচ্ছেদন করিব। তথাপি জয় অকুতো ভয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন। মহারাজ সে দুরাত্মা কোন দেশে পলায়ন করিয়াছে, আমি কি প্রকারে কোনস্থানে তাহার দর্শন পাইব। আর তাহার সহিত আমার কোন প্রকার সংশ্রব নাই। তখন রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য কপট জ্ঞান করত কোপাবিষ্ট হইয়া ঘাতকদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন, তবে যাও যাও তাহার পরিবর্ত্তে ইহাকেই মশানে লইয়া যাও। ব্রাহ্মণ প্রগাঢ় পণ্ডিত তথাপি নিদারুণ রাজাজ্ঞা শ্রবণান্তর অশ্রুধারাভিষিক্ত হইয়া সকাতরে নিবেদন করিলেন, হে ভূপাল প্রাণত্যাগ সময়ে এই মাত্র প্রশ্ন করি আপনি তদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক আমার মানস পূর্ণ করুন। এই যে সমস্ত কিঙ্করগণ আমার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইয়াছে, যদি আপনি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিবারণ করেন। তবে তাহারা সে আজ্ঞা পালন করে কি না?। তাহাতে রাজা কহিলেন, হাঁ যদি তাহাদিগকে আমি নিবারণ করি তাহা হইলে তোমাকে তদ্দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে পারে। কারণ

ভৃত্যবর্গের নিকট প্রভুর আজ্ঞাই সর্ব্বথা পূজ্য এবং যে ব্যক্তি ভৃত্য হইয়া প্রভুআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙমুখ হয় তাহাকে ইহ লোকে অত্যন্ত অপযশের ভাজন হইয়া পরলোকে নরকে নিবাস করিতে হয়, এই সূত্রে ব্রাহ্মণও কহিতে লাগিলেন, তবে মহাশয় যে প্রভুর আজ্ঞাধীন তিনিই আপনাকে আমার প্রাণ দান করিতে স্পষ্টাভিধানে অনুজ্ঞা করিতেছেন, আপনি কি সে আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিরয়গামী হইতে ইচ্ছা করেন? ইহা শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণকে বাতুল জ্ঞান করিয়া উপহাস করিলেন এবং কপট কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাড়না করিতে লাগিলেন, হাঁরে বিটিলে তবে বল বল কে আমার প্রভু অথবা আমি কাহার অধীন আর সে আজ্ঞাইবা কোথায়। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে সাক্ষি করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত একটি শ্লোক পাঠ করিলেন,, তাহার মর্ম্ম এই যে রাজা হইয়া অবিচার পূর্ব্বক একজনের দুষ্কর্ম্মের জন্য অন্য নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করে সে কদাপি সিংহাসনের যোগ্য

নহে আর তাহাকে পরলোক যাত্রাকালে উত্তপ্ত লৌহশূলে আরোহণ করিতে হয়। আর কহিলেন এক ব্যক্তির দোষের জন্য অন্যকে কষ্ট দিতে জগদীশ্বর আপনিই স্বপ্রণিহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইহা অগ্রাহ্য করিলে ঈশ্বর বাক্যের অমান্য করা হয়। ইহাতে সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা সকলেই এককালে হা হা শব্দে হাস্য করিয়া জয়চন্দ্রকে অশেষ প্রকার প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। বারাণসীর অধিপতিও সে ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য ও সুকৌশল সম্পন্ন বক্তৃতায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। যথোচিত পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অবধি সভা পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

অতএব বিদ্যার তুল্য এ মহীমণ্ডলে আর কিছুই নাই, শ্মশানে মশানে বিদেশে বিঘোরে বিদ্যাই সহায়দায়িনী। এবং ঘোরারণ্যে গভীর গর্জ্জনশালী সমুদ্রে অথবা বান্ধব বিচ্ছেদে কাতর হইলে বিদ্যাই প্রাণ পরিতোষ কারিণী। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ বিদ্যা প্রভাবে

এক ব্যক্তি আশুমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাবজ্জীবন সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

মানব জীবনের অস্থিরতা।

এক বৎসর শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব সময়ে কোন ধনাঢ্য মহাজন নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী ও বহু সংখ্যক ভৃত্য সমভিব্যাহারে ক্রয় বিক্রয়ার্থে বারাণসী নগরীতে যাত্রা করিতেছিলেন। তদুপলক্ষে একজন কৌপীনবেশী ভস্ম ভূষিত উদাসীনও ঈশ্বর গুণানুবাদ করিতে২ তত্রস্থ তীর্থ দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিতেছিলেন। প্রবীণ মহাজন তাহাকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া সন্নিকটে ডাকিয়া হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। হে ভ্রাতঃ! বারাণসী এ স্থান হইতে অধিক দূর। একে এই প্রচণ্ড শীত, প্রবল শীতল বায়ু অনবরত বহন করিতেছে সমুদয় ভূমণ্ডল তুষারাবৃত রহিয়াছে। তোমার গাত্রে বস্ত্র নাই, চরণে পাদুকাও নাই, ঈদৃক অবস্থায় পথ পর্য্যটন করিয়া কি প্রাণ হারাইবে। অতএব এবৎসর ক্ষান্ত হইয়া বরং

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। উদাসীন স্বভাবতঃ নির্ভয়ান্তঃকরণ বণিকের কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কহিলেক। ভাল২ মহাশয় আত্ম সাবধান হউন, আমার মঙ্গলামঙ্গল আমিই বুঝিব। ইহাতে ধনাঢ্য বণিক্ আপন গৌরবের ত্রুটি বোধ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হাঁরে দুরাত্মা অল্পবুদ্ধি বর্ব্বর আমার কথায় যেমন উপহাস করিলি, অচিরাৎ তাহার প্রতিফল পাইয়া শমন ভবনে গমন করিবি, তাহাতে উদাসীন কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া বরং যথোচিত বিনতি করিতে লাগিলেন। হে মহাশয় আমার প্রতি রাগান্ধ হইবেন না, আমি যথার্থই কহিতেছি ঈদৃক্ গর্ব্ব করা আপনকার পক্ষে অতি অকর্ত্তব্য কারণ মনুষ্যদিগের কখন্ কি ঘটে কেহই স্থির বলিতে পারে না। আমি চাক্ষুষ দেখিয়াছি কোন ব্যক্তি সঙ্কটাপন্ন বিকারগ্রস্ত হইলে তাহার কোন বন্ধু প্রাণ তুল্য প্রিয় সখার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা বোধ করত সমস্ত রজনী মহা বিলাপে রোদন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে

পরলোক প্রাপ্ত হইল। আর সেই রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হইয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে ইহাতে স্পষ্ট অনুভব হইতেছে মনুষ্যের জীবন অস্থির। কাহার কখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে তাহা কেহই জানিতে পারে না। যাহারা হৃষ্ট পুষ্ট অতি বলিষ্ঠ এবং অট্টালিকাবাসী তাহারাও অল্পকাল মধ্যে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। অথবা অতি ক্লিষ্ট ব্যাধিবিশিষ্ট কুটীরবাসী লোকেরাও সুন্দররূপ সুস্থ হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছে। অতএব মহাশয় আমার নিমিত্তে চিন্তিত হইবেন না আমি তোমারই কিঙ্করবর্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

কিয়দ্দিন পরে বণিক্ অশ্ব মাতঙ্গ ও নানা কার্য্যে সুনিপুণ কিঙ্করগণ সমভিব্যাহারে এক বেগবতী নদী তীরে উপস্থিত হইয়া সেই দিবস তৎসন্নিহিত এক দীর্ঘাকার বট বিটপী তলায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে অকস্মাৎ এক কৃষ্ণ সর্প তাঁহার অঙ্গুলী মূলে দংশন করিলে তিনি বিষজ্বালায় কাতর হইয়া এবং মৃত্যুর আসন্নকাল জানিয়া উদাসীনকে

সন্নিকটে ডাকিয়া কহিলেন। ভ্রাতঃ তুমিই জ্ঞান বান্ এবং সাধু যথার্থই কহিয়াছিলে, আমি অনবগত তোমাকে ভৎসনা করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি। ঈশ্বরেচ্ছায় অতি প্রকাণ্ড হস্তি সমূহ ধরণীতলে পতিত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইতেছে। যৎকালীন ক্ষুদ্র২ খরগণেও খরতর গতিতে গুরুতর ভার সমস্ত বহন করিতেছে--ইহা কহিতে২ ঐশ্বর্য্যশালী বণিকের মুখ হইতে ফেণা সমস্ত নির্গত ও রক্তিম নয়নদ্বয় ক্রমশঃ মুদ্রিত হইয়া অনন্ত নিদ্রাভিভূত হইল। ভৃত্যবর্গেরা বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াও কোনমতে তাহাকে নির্ব্বিষ শরীর করিতে পারিল না। অনন্তর প্রভুর ঈদৃশী ঘটনায় সকলে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু উদাসীন অসীম কৃপালু জগদীশ্বরের মহিমা সংকীর্ত্তন করিতে২ অনায়াসে বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

অতএব হে পাঠকগণ যে ব্যক্তি আপনাকে ধনে মানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া আত্মশ্লাঘায় মগ্ন হয় ও অন্যকে অধম ও নীচ জাতি বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে। আর স্বয়ং রূপবান ও

বলিষ্ঠ জানিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব মনে করে এবং দীন দরিদ্রদিগকে অল্পায়ু বোধ করে সে অসার অল্প বুদ্ধি নরাধম।

দুষ্কুলোদ্ভব যে তাহাকে বিশ্বাস করা অকর্ত্তব্য।

বহুকাল হইল কতক গুলিন তস্কর দলবদ্ধ হইয়া গুজরাট নগর সন্নিহিত এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি নিবিড়ারণ্য মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যহ নিশীথ সময়ে জনগণ নিদ্রাভিভূত হইলে আকাশ বিহারি পক্ষির মৎস্য শিকারের মত আচম্বিতে ধরাবতীর্ণ হইয়া আশ্রমশালিদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। অদ্য এ পাড়ায় কল্য ও পাড়ায় দস্যুর দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। এ বাটীতে দুই জন সে বাটীতে পাঁচ জন এইরূপ ব্যক্তি সকলও তাহাদিগের নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে হত হইতে লাগিল। ফলতঃ দেশ মধ্যে অত্যন্ত অত্যাচারের আরম্ভ হইল। প্রজাবর্গ সকলেই দস্যুভয়ে ভীত এবং সশঙ্কিত হইল, নগর রক্ষকেরা ঈদৃক্ বিষম

শত্রু দমনার্থে বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াও কিছু মাত্র উপায় করিতে পারিল না। কারণ যে ব্যক্তি সেই পর্ব্বত সন্নিহিত হইতে সাহস করিত দুষ্টেরা উচ্চ হইতে প্রস্তর নিঃক্ষেপ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিত।

গুজরাটের রাজা এতাবদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এবং মন্ত্রিবর্গ একত্র করিয়া সর্ব্ববাদি সম্মত হইয়া দুরাত্মাদিগের আবাস হইতে কিয়দ্দূরস্থ বনমধ্যে কতক গুলিন সেনা অতি প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত রাখিলেন। একদা নিশীথ সময়ে দুষ্ট পিশাচেরা স্বস্থান শূন্য করিয়া যেই মাত্র নগর প্রবেশ করিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ অতি সত্বর সেই পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ও প্রস্তরাদি প্রহার্য্য ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান রহিল। এবং সঙ্কেত মাত্র চীৎকার শব্দ দ্বারা অন্যান্য রাজ সৈন্যদিগকে সবিশেষ অবগত করাইলে তাহারাও যথোপযুক্ত স্থানে স্থানে প্রস্তুত রহিল। দুষ্টেরা এক ধনশালি ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া

ক্ষণকাল পরে আপন আবাস গিরিমূলে উপস্থিত হইল। এবং সেই সময় চতুর্দ্দিগ হইতে শরাঘাতে আচ্ছন্ন হইয়া সাহস এবং পরাক্রমভ্রষ্ট হইল। রাজদূতেরা তাহাদিগকে ঈদৃক ভাবাপন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একে২ পিঠমোড়া করিয়া বন্ধন করিতে লাগিল, এবং সেই রাত্রে তাহাদিগকে কারাবদ্ধ রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা দুরাত্মাদিগের মুখ দর্শন মাত্রই অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল ভাবনা করিয়া হন্তাদিগের প্রতি এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন এদুর্ব্বৃত্তেরা যেমন উচ্চ পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া অসহ্য অত্যাচার করিত ইহাদিগের প্রত্যেককেই অবিলম্বে অতি উচ্চ শূলে উত্তোলন কর।

দস্যুগণ মধ্যে একটি সর্ব্বসুলক্ষণ বিশিষ্ট পরম সুন্দর বালক ছিল। সভাস্থ কোন মন্ত্রী স্বীয় সরল স্বভাব বশতঃ তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয় হইলেন। এবং তাহার প্রাণ রক্ষার্থে একান্ত যত্নশীল হইয়া রাজার নিকট যথোচিত মিনতি

করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র এই বালকের প্রতি একবার মাত্র কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। ও দুষ্টকুলজ বটে কিন্তু অদ্যাপিও কৌলিক কুস্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই। নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছে, বাল্যাবস্থায় সুসংস্কার জন্মাইলে কখনই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। তাহাতে ইহার যেরূপ আকার এবং প্রকৃতি দেখিতেছি, অনুমান করি এ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলে পরে সুবিজ্ঞ এবং প্রকৃত বিচক্ষণ হইতে পারিবে। অতএব সানুকূল হইয়া ইহার প্রাণ দান করুন। তাহাতে আমরা সকলেই মহোপকার বোধ করিব। অনন্তর গুজরাটের অধিপতি এই অসম্ভাবিত প্রার্থনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন। মন্ত্রী তোমার একথা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। যদি দ্বাদশ বৎসর একাধিক্রমে অমৃত বর্ষণ হয়, তথাপি নিম্ব বৃক্ষ সুমধুর ফল ধারণ করিতে পারে না। তাদৃক দুষ্টকুলে যাহার জন্ম তাহাকে চিরকাল সুশিক্ষা প্রদান করিলেও সে কদাপি ধর্ম্মশীল হয় না, বরং দুশ্চরিত্রই হইয়া উঠে। আর

দেখ। অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হইলে কখন কি জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্দীপ্ত রাখা কর্ত্তব্য? বিষধর সর্পকে নষ্ট করিয়া তৎশাবকদিগের প্রাণ দান করাও কি কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ হয়? অতএব দুষ্টকুল এককালেই নষ্ট করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সভাস্থ সকলেই রাজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য স্বীকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। মহারাজ আপনকার বাক্য সারাৎসার বটে তথাপি প্রার্থনা করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছি, এজন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। এ দস্যু বালক একাকী এস্থলে অবস্থান করিয়া পরিশেষ কি উপদ্রবই বা করিবেক। ভাল ইহাকে কিয়ৎকাল সুশিক্ষা প্রদান করিয়া কৌতুক দেখা যাউক।

তখন রাজা সভাসদদিগের একান্ত বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে ভ্রাতৃবর্গ তোমাদিগের বাক্যানুসারে এই ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু ইহার প্রতিফল অবিলম্বেই পাইব। অনন্তর মন্ত্রী রাজাজ্ঞা অনুসারে দস্যু তনয়কে আপন আলয় লইয়া চলিলেন। এবং তাহার বিদ্যা

শিক্ষার নিমিত্ত দুই তিন জন নানা শাস্ত্রে পারদর্শি সুশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। বালক অতি অল্পকাল মধ্যে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইলে মন্ত্রী অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই ভূপতির নিকট তাঁহার অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া কহিতেন, মহারাজ সে বালক বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছে। রাজা তৎপ্রশংসা শ্রবণ মাত্র হাস্য করিয়া কহিতেন। বয়স্য ব্যাঘ্র শিশু যদি মনুষ্য সমাজে প্রতিপালিত হয় তথাপি স্বজাতীয় নৃশংস স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

দস্যু নন্দন যৌবনাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পালনকর্ত্তার অট্টালিকায় বাস ও তদ্দত্ত সুদৃশ্য বস্ত্র ও আভরণ সমস্ত পরিধান করিয়া পরমাহ্লাদে বিষয় বাসনায় কাল যাপন করেন, এবং প্রত্যহ অপরাহ্ণ সময়ে ঘোটকারোহণে নগর ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সংযোগে কতিপয় দুষ্ট লোকের সহিত তাহার পরিচয় ও প্রণয়ের সংঘটন হইল। তাহারা স্বভাবতঃ দুরাচার তাহাতে পরধন হরণের এই এক উত্তম সুযোগ বোধ করিয়া দস্যু তনয়কে বারম্বার কুমন্ত্রণা

প্রদান করিতে লাগিল। ওহে ভ্রাতঃ! রাজা ও মন্ত্রী যখন তোমার সপরিবার একেবারে নষ্ট করিয়াছেন তখন তাঁহাদিগের বিশ্বাস করা অতি অকর্ত্তব্য, তোমার প্রতি কখন কি করেন তাহার ই বা স্থির কি। আর তাঁহারা যেরূপ ভদ্রলোক তাহাতো চাক্ষুষ দেখিয়াছ। অতএব এতাদৃশ নিষ্ঠুর রাজার অধিকারে তাঁহারই মন্ত্রির ভবনে পরাধীনতা শৃঙ্খল বদ্ধ থাকা আর এক দণ্ডের জন্য কর্ত্তব্য নহে। আইস কোন কৌশলক্রমে তাঁহার ভাণ্ডার হইতে যথোচিত ধন হরণ পূর্ব্বক অন্য দেশে গিয়া পরম সুখে দিনপাত করি। দস্যু সুতও তাহাদিগের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইল একদা ঘোরান্ধকার রাত্রি কালে যখন ঘনতর জলধরে গগণ আচ্ছাদিত হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি এবং মহাশব্দে বায়ু বহন করিতেছিল দুষ্টেরা সকলে একত্র হইয়া দস্যু তনয়ের সহযোগে রাজমন্ত্রির গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক এক তীক্ষ্ণ তলবার দ্বারা আচম্বিতে তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া এবং অজস্র ধন সম্পত্তি অপহরণ করণানন্তর সে দেশ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে এতাবৎ বৃত্তান্ত রাজগোচর হইলে রাজা মন্ত্রী বিরহে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া নানা প্রকার আক্ষেপ উক্তি করিতে লাগিলেন। হা, কি করিব ইহার আর কোন উপায় নাই, মন্ত্রী দর্প করিয়া কালসর্পকে ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। তস্কর বংশজকে চিরকাল সুশিক্ষা প্রদান করিলেও তাহার কখন উত্তম চরিত্র হয় না ইহা কাহার না গোচর হইয়াছে সর্ব্বত্রে সমভাগে প্রতি বৎসর বর্ষণ হইতেছে তথাপি বন মধ্যে কদাকার কণ্টক পুষ্প ব্যতীত কদাপি উদ্যান শোভনকর স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না।

অতএব প্রায় ব্যক্তিমাত্রেই কৌলিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, পাঠকবর্গেরা ইহা বিবেচনা করিয়া দৃষ্টত সচ্চরিত্র অথচ দুষ্ট কুলোদ্ভবদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন না।

ক্রূরান্তঃকরণ ব্যক্তির হস্ত হইতে উপকার গ্রহণ এবং উপায়ক্ষম না হইয়া বিবাহ করার দোষের বিষয়।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি শিবরামপুর নামক পল্লিগ্রামে তারাকিঙ্কর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গুরুপ্রসাদ নামক তাঁহার এক মাত্র প্রিয় পুত্র ছিল। তিনি শৈশবকালাবধি স্বভা-বতঃ অতি সুশীল এবং শান্তচিত্ত ছিলেন। এজন্য পিতা মাতা তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিতেন। এবং অল্পকাল মধ্যে মালতী নাম্নী এক পরম রূপসী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর-ণানন্তর পুত্রবধূর মুখ চন্দ্রিমা সন্দর্শন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিয়দ্দিন পরে তারাকিঙ্কর এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েরি লোকান্তর হইলে গুরু-প্রসাদ শোকে ব্যাকুল হইয়া হা মাতঃ,হা তাত, কোথা গেলে এই শব্দে অনুক্ষণ রোদন করি-তেন। দশ দ্বাদশ দিবসান্তে কিঞ্চিৎ মাত্র চিত্ত স্থির হইলে একদা দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন। কাহারও পিতা মাতা চিরজীবি নহে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আর ব্যাকুল হইয়া রোদন করিলে ইবা কি হইবে? এক্ষণে আপন উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমি যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাদৃক বিদ্বান নহি যে এইক্ষণে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পৈতৃক নাম সম্ভ্রম রাখিয়া দিনপাত করিতে সক্ষম হইব। আর বিদ্যা বিহীনে জীবন শূন্য এবং দেহ অসার্থক। অতএব ভার্য্যাকে পিত্রালয়ে প্রস্থান করাইয়া বিদ্যা শিক্ষার্থে অদ্যই বিদেশ যাত্রা করি। গুরুপ্রসাদ এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া এগ্রাম ওগ্রাম পর্য্যটন করিয়া কতদূরে মানকর নামক এক অপূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিগূঢ় জ্ঞানি নামক এক সন্দিগ্ধ চিত্ত ক্রূরান্তঃকরণ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় আশ্বাসে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রভানু চন্দ্রপ্রভা এবং চন্দ্রশুধা নামক নিগূঢ় জ্ঞানির তিন পুত্র ছিল। তাহারাও স্বভাবতঃ পিতার ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত ক্রূর অন্তঃ-

করণ আত্মশ্লাঘি এবং পরনিন্দক ছিল। প্রথমতঃ গুরুপ্রসাদের সহিত তাহাদিগের একত্র অশন একত্র উপবেশন এবং একত্রে পাঠ করিতেং অত্যন্ত বন্ধুতার অনুরাগ জন্মাইল। কিন্তু কালস্য কুটিলাগতিঃ কালে কি না হইতে পারে ?। কিয়দ্দিনান্তে গুরুপ্রসাদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মাইল। চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি বুদ্ধির স্থূলত্ব জন্য তাদৃক কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহারা গুরুপ্রসাদের উন্নতি দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল এবং তদবধি তাহাকে অন্নভোজিদাস জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতে আরম্ভ করিল। গুরুপ্রসাদ স্বভাবতঃ অতি শিষ্ট এবং গুরুভক্ত ছিলেন। গুরু অথবা গুরু পুত্রেরা যখন যে আজ্ঞা করিতেন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহা পালন করিতে সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ চন্দ্র প্রভা প্রভৃতি ঈদৃক ক্রূরস্বভাব ছিলেন। তিনি যে দিবস একবার মাত্র পুথি পাঠ নাকরিয়া কেবল তাঁহাদিগের কার্য্যেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহারা কেবল সেই দিবস মাত্র

প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। কিন্তু তিনি যে দিবস আত্মকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গুরুতনয়দিগকে পরিতৃপ্ত করিতে অশক্ত হইতেন, সে দিবস তাঁহার আর নিস্তার থাকিত না। ভোজন সময়ে কেহবা নানা প্রকার বিদ্রূপ আরম্ভ করিতেন। কেহবা মনে২ মহাভার হইয়া তাহার মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করিতেন না। গুরুপ্রসাদ বাল্য কালাবধি পিতৃহীন তাহাতে প্রাণ তুল্য প্রিয় বন্ধু-বর্গের ঈদৃক বিষ তুল্য বিষম ব্যবহার দর্শনে শোকাতিশয়ে মগ্ন হইলেন, এবং বিচ্ছেদানল প্রবল প্রযুক্ত দিন২ অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এ দিগে গুরুপ্রসাদের তিন চারিটি সন্তান সন্ততি জন্মাইয়া পরিজন বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইলে পর তিনি আশ্রমবাসি হইয়া যথাসাধ্য উপার্জন দ্বারা তাহাদিগকে লালন পালন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যবসায়ি ব্রাহ্মণদিগের অধিক লোকের সহিত সায়ত্য না থাকিলে কদাপি ধন উপার্জন হইতে পারে না। তারা-

কিঙ্করের তনয় চিরদিন বিদেশে ছিলেন স্বদেশে তাঁহার সহিত কাহারও আলাপ ছিল না তজ্জন্য তথায় অন্য উপজীবিকা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, সুতরাং পরিবারদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল, তিনি একদা অতীব বিষণ্ণ হইয়া মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন এ প্রকার ক্লেশ আর কোনক্রমেই সহ্য হয় না। ভাল যখন বিদেশে থাকিতাম তত্রত্য লোকেরা অনেকেই আমার যথেষ্ট অনুরাগ করিত অতএব সেই স্থানে পুনশ্চ যাত্রা করি তাহারা আমার ঈদৃশী দুর্গতি শুনিলে অবশ্যই কোন না কোন উপায় নির্দ্দেশ করিবে।

অনন্তর গুরুপ্রসাদ মানকরে যাত্রা করিয়া পুনশ্চ নিগূঢ় জ্ঞানির আবাসে অবস্থিতি করিলেন। এবং সর্ব্বদা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং সস্ত্যয়নাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার কিয়দংশ আত্ম পরিবারগণের ভরণ পোষণার্থে সময়েং সুযোগ সংযোগে নিজালয়ে প্রেরণ করিয়া কিঞ্চিৎ২ উপদেষ্টার সেবায় নিয়ো-

জিত করিতেন। এইরূপে কথঞ্চিৎ কালযাপন করেন।

গুরু এবং গুরুপুত্রেরা যে প্রকার লোক তাহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। তাঁহারা গুরুপ্রসাদকে স্বীয়কর্ম্মে সদা ব্যগ্রচিত্ত এবং গুরুকার্য্যে শৈথিল্য দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। সকলেই তাহার সহিত একেবারে সরল ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। কেহবা কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া বদন ম্লান করিয়া থাকিত; কেহবা "গুরুপ্রসাদও উপায়ক্ষম হইলেন, ও হে গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তোমার আর কিসের ভাবনা লাভ ভাব বিলক্ষণতো,, ইত্যাকার বাক্যবানে তাহাকে অনুক্ষণ জর্জ্জরিভূত করিত। এবং কেহবা তাহার ক্লেশের প্রতি ক্ষণমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া কৃতঘ্নতা দোষে দোষী করিয়া অতিমাত্র অবজ্ঞা করিতেন। গুরুপ্রসাদ অতি উদারস্বভাব ছিলেন, কোন প্রকার চাতুরী জানিতেন না। বন্ধুবর্গের ঈদৃক বিপরীত ব্যবহারে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শীর্ণ ও ম্লান হইতে লাগিলেন।

যদ্যপি গুরুপ্রসাদের স্বদেশ হইতে কখন কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহার পরিবারদিগের দুঃখের কথা উল্লেখ করিত তাহাতে চন্দ্রভানু প্রভৃতি কহিতেন। কেন ইনি এক্ষণেত বিলক্ষণ উপার্জন করিতেছেন। তবে কি নিমিত্তে পরিজনদিগকে কষ্ট দিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। বোধ করি ইদানী সঞ্চয় করিতেছেন, এবং তাহাতে কোনক্রমে হস্ত ক্ষেপণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। কিন্তু গুরুপ্রসাদ যাহা অতিকষ্টে উপার্জন করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণের দিনপাত হওয়াই সুকঠিন হইয়াছিল।

এদিগে এতাবদ্বৃত্তান্ত মালতীর কর্ণগোচর হইলে সে কোন বিশেষ কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমুদয় বাস্তবিক বোধ করিল। অবলাজাতি একে স্বভাবতঃ অত্যভিমানিনী সর্ব্বদাই ভূষণপ্রিয়া ও সুখাভিলাষিনী। তাহাতে সংসারে এত অধিক যন্ত্রণা, ভরসা মাত্র যে স্বামী তিনিও তাঁহার প্রতি এতাদৃশ নির্দ্দয় হইয়া ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত। মালতী ব্যসনে এবং মনো-

দুঃখে সাতিশয় অধীর হইয়া নিরন্তর ধরা শা-য়িনী থাকিতেন।

একদা নিরপরাধি গুরুপ্রসাদ বন্ধুবর্গের সহিত কোন সামান্য কথা প্রসঙ্গে বিবাদ হইলে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া বাষ্পা-কুল নেত্রে নিজালয় প্রস্থান করিলেন। দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে উভয় অন্তরোত্তাপে এবং তপনাতপে তাপিত হৃদয় ও ক্লান্ত হইয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তথায় এমত আর কেহই ছিল না, যে সমাদর ও সম্ভাষণ দ্বারা তাঁ-হার চিত্তস্ফুর্ত্তি করে। মালতি মালতি হে মালতি বলিয়া কতই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগি-লেন। মালতী অনতিদূরে উপস্থিতা থাকিয়াও উত্তর দিল না। কারণ তৎকালীন পতির দর্শন মাত্র তাহার অভিমান আর চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য এবং উন্মত্তার ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। গুরু-প্রসাদ অগ্রে অপমানে ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া যে রূপ আন্তরিক অবস্থায় পথ পর্য্যটন করিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা ক-

দাপি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। পরিশেষে প্রিয়তম বনিতার ঈদৃক নিদারুন ক্রোধ দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুলচেতা হইয়া রোদন করিতে২ বহির্গত হইলেন, এবং তদবধি সংসার ধর্ম্মে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতএব যিনি উল্লিখিত উপাখ্যান পাঠ করিবেন, তিনি কুটিলান্তঃকরণ ব্যক্তির নিকট হইতে উপকার গ্রহণ এবং বাল্যাবস্থায পাণিগ্রহণ এই দুই কর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না।

রাজা এবং পদচ্যুত মন্ত্রির বিষয়।

বঙ্গদেশে বিশ্ববিজয় নামে এক দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রির নাম ধুরন্ধর ছিল। একদা নিশীথ সময়ে দেবালয় সন্নিহিত কুসুম উদ্যান আচম্বিতে দশ দিগ দীপ্তকর আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরতর হুহুঙ্কার ধ্বনি হইতে লাগিল। মন্ত্রী তদ্দর্শনে ভীত সচকিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা অবশ্যই কোন না কোন অমঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ

হইবে, অতএব এ সমস্ত ব্যাপার চাক্ষুষ ও শ্রবণ প্রত্যক্ষ করা উচিত, এক মূহুর্ত্তও নিশ্চিন্ত থাকা অবিধেয়। অনন্তর বর্ম্ম খড়্গ এবং চর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী মালতী কাননে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দুই জন প্রভাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ অদ্ভুত ব্যক্তির বদন হইতে জ্বলন্ত পাবক নির্গত হইতেছে। পরে ধুরন্ধর গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, তাঁহারা গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে বীরপুরুষ তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ, আমরা তোমার সাহস এবং স্পর্দ্ধা দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ,, বরং বৃণু ,, বর প্রার্থনা কর। তাহাতে ধুরন্ধর কহিলেন, প্রভো যদি এ অধমের প্রতি একান্ত সদয় হইয়াছেন তবে কৃপা করিয়া এই বর প্রদান করুন যেন রাজা বিশ্ববিজয় পরম সুখে নিরাপদ হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। এই কথা বলিবা মাত্র দৈব পুরুষেরা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া কহিলেন। এ কি, বিপরীত বর প্রার্থনা করিলে, তাহার আর রক্ষা নাই।

আমরা তাহাকে অদ্যই শমন ভবনে প্রেরণ করিতে আসিয়াছি। তখন মন্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতরতা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন। আপনারা যে কথা কহিলেন তাহার প্রতি সন্দেহ মাত্র করি না। তথাপি প্রভুর প্রাণ রক্ষা হেতু যদি কোন উপায় থাকে কৃপা করিয়া বলিয়া দেন।

তখন অনলাকার পুরুষেরা তাহার প্রতি সদয় হইয়া কহিতে লাগিলেন। ধুরন্ধর আমরা তোমার প্রভুভক্তি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব অবধান কর রাজা অন্তঃপুর মধ্যে যে গৃহে পর্য্যাঙ্কোপরি বিনিদ্রিত আছেন তাঁহার দ্বারদেশে যদি কেহ সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত গৃহ প্রবেশ হইতে নিবারণ করিয়া প্রত্যুষে প্রচ্ছন্ন ভাবে পলায়ন করিতে পারে তবে তিনি এই আশু মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলে পাইতে পারেন নতুবা আর উপায় দেখি না।

ধুরন্ধর তাঁহাদিগের পদপঙ্কজে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তদ্দণ্ডে রাজার শয়নাগা-

রের দ্বার দেশে নিষ্কোষ অসি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডা-য়মান রহিলেন। এবং সমস্ত সর্ব্বরী জাগরিত থাকিয়া প্রভাতে তাঁহার অদৃশ্যভাবে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন এমত সময়ে রাজা বীতনিদ্র হইয়া মন্ত্রিকে অস্ত্রধারী এবং যথো-চিত অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপ সন্দিহান হইলেন। এবং ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া কিঙ্করদিগকে আজ্ঞা করিলেন এ দূরাত্মা বহুকালাবধি রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত আছে এজন্য প্রাণদণ্ড না করিয়া শিরো মুণ্ডন ও গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া ই-হাকে রাজধানী পরিভ্রামন কর। দাসেয়গণ যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া ধুরন্ধরকে গোপনে বি-দায় করিয়া দিল।

হা, ক্ষীণ বুদ্ধি মানব জাতি কেনই বা এত অভিমান এবং কেনই বা এত অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতেছে ধন গৌরব এবং সম্পদ কিছুই চিরস্থায়ি নহে, যিনি মহামান্য রাজতুল্য রাজমন্ত্রী তিনিও দূর্দ্দৈব বশতঃ তিতিক্ষায় এবং বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং বিষয় চিন্তাকে এক-

কালে বিসর্জন দিয়া শ্মশানবাসি সন্ন্যাসিগণের নিকটে যোগারম্ভ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা বিশ্ববিজয় দৈববাণী প্রাপ্তে আপন মৃত্যু দূতাগমন ও মন্ত্রির সদ্ব্যবহারের বিবরণ সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইলেন। এবং তখন মন্ত্রী বিরহে বিষম শোকে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। হা, মন্ত্রিন্ হা মন্ত্রিন্! আমি কি হতজ্ঞান হইয়া তোমাকে বর্জন করিয়াছি, এখন কোথায় বা তোমার সহিত সন্দর্শন লাভ করিব। রাজপুরুষেরা রাজাকে ঈদৃকভাবাপন্ন দেখিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইল। এবং সকলে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক এই নিবেদন করিল। হে নরেন্দ্র কি জন্য এত চপল চিত্ত হইতেছেন। মন্ত্রী ধুরন্ধর প্রেত ভূমিতে সন্ন্যাসী হইয়া যোগ সাধন করিতেছেন তিনি আপনাকে যথেষ্ট উপরোধ করিতেন বোধ করি আপনি গিয়া স্বয়ং অনুরোধ করিলে পুনশ্চ সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন। অতএব তন্নিমিত্তে এত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? এই কথা শ্রবণ মাত্র বিশ্ব-

বিজয় স্বশরীরে শ্মশানে আগমন করিলেন। তথায় মন্ত্রির সন্দর্শন পাইয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। এবং তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া কত প্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন। হে ভ্রাত, আমি অতি অভাজন বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম এক্ষণে শরণাগতে সে অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি নামে ধুরন্ধর এবং কর্ত্তব্যেও ধুরন্ধর। তোমার তুল্য রাজকীয় ব্যাপারে সুবিজ্ঞ এবং পরম ধার্ম্মিক মন্ত্রী কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং তোমার বিহীনে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে। অতএব আমার প্রতি সানুকূল হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন কর।

তখন মন্ত্রী রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্র যদি আমাকে বিজ্ঞ জানিয়াছেন তবে কি নিমিত্তে অবিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিতেছেন যেহেতুক আমি বিষ সদৃশ বিষয়াভিলাষ হইতে বিরত হইয়া এক্ষণে লোকাতীত সুখানুভব করিতেছি ইহা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নানা সংশয়ে আকীর্ণ

রাজকীয় কার্য্যে কোনক্রমেই পরিলিপ্ত হইব না তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আর মহাশয় এ ক্রীত কিঙ্করের নিকট কি জন্য এত কুণ্ঠিত হইতেছেন, আপনি যদি আমাকে সেই দিবস দূরীভূত না করিতেন তবে কখনই আমি এ অকিঞ্চিৎকর সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি যেরূপ প্রভুহিতার্থি হইয়াছিলাম আপনি প্রকারান্তর তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া এ ভৃত্যানুভৃত্যকে ইহকালের মত রক্ষা করিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া রাজা বিশ্ববিজয় অত্যন্ত ম্লান হইলেন এবং ধুরন্ধরকে শতং ধন্যবাদ দিয়া রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এবং দোষ গুণ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি সহসা কোপাবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত মূর্খতা।

অতএব হে পাঠকবর্গ যদিচ কোন ব্যক্তির প্রতি অনর্থক দোষারোপ হয় তাহাতে সে কদাপি দুঃখের ভাজন হইতে পারে না।

কোন মনুষ্যকে মর্ম্মবেদনা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

উদয়পুর নগরীতে ধনপতি নামক এক ঐশ্বর্য্য-শালী বণিক্ ছিলেন। তিনি একদা অর্ণবযান পরিপূর্ণ দ্রব্যাদি লইয়া ক্রয় বিক্রয়ার্থে দক্ষিণ সিংহল দ্বীপে যাত্রা করিতেছিলেন। নাবিকেরা মগরা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে নৌকা স্থগিত রাখিয়া স্নান ভোজনাদি করিতেছিল ইতিমধ্যে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রবল প্রবাহ কল্লোলে অস্থির হইয়া অকস্মাৎ জলমগ্ন হইল তাহাতে দুই জন মাত্র বাহক ছিল তাহারা ত্রাহি২ শব্দে জলোপরিভাগে ভাসিতে লাগিল। ধনপতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন, তাহাদিগের সংহার দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া আপন কিঙ্করদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, আইস আইস শীঘ্র আইস যে ইহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেক সে অবিলম্বে পারিতোষিক স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেক। ইহা শুনিয়া এক জন বলবন্ত ও সাহসান্তঃকরণ নাবিক আশু সাগর জলে ঝাঁপ দিয়া ভাসমান ব্যক্তি দ্বয়ের এক জনের

হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিঃক্ষিপ্ত রজ্জু দ্বারা পুনশ্চ পোতোপরি আরূঢ় হইল, কিন্তু অন্য জন জলপানে স্ফীতোদর হইয়া তৎক্ষণাৎ পয়োরাশি মধ্যে বিলীন হইল।

ধনপতি সেই সাহসিক নাবিককে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জন্য তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া অগ্রে ইহার প্রাণ রক্ষা করিলে? বোধ করি তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছিল, তাহাতে নাবিক ঈষদ হাস্য করিয়া কহিল। হাঁ, মহাশয় আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু ইহার নিগূঢ় কারণান্তর আছে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে এক শকট সঞ্চালক ছিল আমি এক দিবস দিবা দুই প্রহর সময়ে পথি পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া গমনাশক্ত হইয়াছিলাম তৎকালীন এ ব্যক্তি আমাকে যথাসাধ্য ফল ও জল প্রদান করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শকটোপরি লইয়া যাইতেছিল ইতিমধ্যে ইহার ভ্রাতা যে জলমগ্ন হইয়াছে সে আমাকে শকটারূঢ় দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার

তিরস্কার ও নিগ্রহ করত শকট হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাতে সাতিশয় মর্ম্ম বেদনায় কাতর হইয়াছিলাম একারণ তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া অগ্রে ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি।

অতএব উত্তমাধম সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কেননা কোন্ বিপদে কাহার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই।

যথার্থ উপাসনার বিষয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে নীলগিরি নামে এক প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, তাহার প্রস্থ দেশে কদম্বপুর নামে এক মনোহর নগরী ছিল। তথায় দ্বিজপ্রসাদ নামধেয় এক রাজা বসতি করিতেন। তিনি এক দিবস রাজধানীস্থ উপবন মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বর গুণানুবাদে মগ্ন ছিলেন এমতকালে এক সন্ন্যাসী রাজসম্মুখীন হইয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক যথোচিত মিষ্টবচনে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা কি[illegible]ত্রে মস্তক সঞ্চালন দ্বারা প্রণাম

সূচক সংঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন তাহা-
তে সেই উদাসীন কহিলেন মহারাজ, সর্ব্বসাধার-
ণকে আশীর্ব্বাদ করা ভদ্র ব্যবহার বটে কিন্তু
তাহা অস্মদাদির স্বেচ্ছাধীন এবং আশীর্ব্বাদক
ব্যক্তিকে বিহিত বিধানে প্রণাম করা আপনা-
দিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, অতএব আমি ব্যবহা-
রানুযায়ী কার্য্য করিলাম কিন্তু আপনি স্বীয়
কর্ত্তব্য বিধান উল্লঙ্ঘন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক ভূপতি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে
অবরূঢ় হইয়া আপন ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক কহি-
তে লাগিলেন, হে যোগীন্দ্র আমার অপরাধ
গ্রহণ করিবেন না। আমি আহ্নিক নিয়মানু-
সারে স্তোত্র পাঠে প্রবৃত্ত ছিলাম একারণ আপ-
নাকে যথোপযুক্ত সম্মান পূর্ব্বক যথাবিধানে
প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাতে উদা-
সীন জিজ্ঞাসিলেন তুমি কাহার স্তোত্রপাঠ করি-
তেছিলে। নৃপতি উত্তর করিলেন যাঁহার অনু-
কম্পায় সমস্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া
অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছি। এবং যাঁহার
অদ্বিতীয় শক্তি প্রভাবে অতি দূরস্থিত শশধর

প্রভাকর এবং নক্ষত্র সমস্ত স্বস্ব চক্রে সঞ্চালিত হইয়া এই পৃথিবীস্থ লোকদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছে, এবং যাঁহার অপার মহিমায় বৃহত্তর মাতঙ্গ অবধি অতি ক্ষুদ্রতর পতঙ্গ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। আমি সেই অসীম কৃপালু জগদী-শ্বরকে প্রণাম করিতে এবং তদীয় ধন্যবাদে প্র-বৃত্ত ছিলাম, ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ কি প্রকারে তাঁহাকে ধন্য-বাদ ও তদুদ্দেশে প্রীতি করিতেছিলেন। ভূপতি কহিলেন কেন যে প্রকারে সচরাচর সকল লো-কেই আরাধনা করিয়া থাকে তাহা বরং আপনি এক বার শ্রবণ করুন। ধন্য২ জগৎকর্ত্তা তুমিই সর্ব্ব লোকের মঙ্গল প্রদাতা, সর্ব্ব লোকাশ্রয় এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে ত্রাণকর্ত্তা। তখন সন্ন্যা-সী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন মহারাজ আপনি বিজ্ঞ কিন্তু ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং কি প্রকারে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে হয় তাহাও বিশেষরূপে জানেন না, আপনি এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি এবং আপনকার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। যদি এই সকল সেই

ঈশ্বরের কৃপা প্রভাবে, তবে কিঞ্চিৎ কাল তাঁহার ভজনা ও তদীয় স্তোত্র পাঠ করিয়া সমস্ত দিবা নিশ্চিন্ত থাকা কি আপনকার কর্ত্তব্য? রাজারা অল্পকালের জন্য অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু তিনি অনন্তকাল এই সমস্ত জগতীয় রাজ্যেশ্বর, যদি তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট রাখিয়া আপন উন্নতি প্রার্থনা কর তবে ভূয়োভুয়ঃ প্রাপ্ত উপকার নিমিত্তে বিশেষরূপে আরাধনা করিতে যত্নবান্ হও।

অনন্তর দ্বিজপ্রসাদ কৃতাঞ্জলি পুটে বিনয় করিতে২ কহিলেন। হে যোগীশ্বর যদ্যপি এ অধমের প্রতি আপনকার একান্ত কৃপা হইয়াছে তবে অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষরূপে উপদেশ প্রদান করুন। তখন যোগী রাজা দ্বিজপ্রসাদের নম্র স্বভাবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন আপনি এ বৃহদ্ রাজ্য লাভ ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তে যদি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন তবে সমস্ত অধিকারস্থ ধনোপহার দ্বারা দীন দরিদ্রদিগকে অশেষ প্রকারে উপকৃত করুন। যদ্যপি স্বীয় স্বাস্থ্য এবং পরাক্রম

জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন তবে নিরাশ্রয়কে সহায়তা ও অনাথ উপায় হীনদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন। আর আপনকার বহুবিধ কিঙ্কর ও অগণ্য সুসজ্জ সৈন্য বিদ্যমান দেখিতেছি। যদি তন্নিমিত্তে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা বিধেয় হয় তবে সেই২ কিঙ্কর ও সেনাগণের দ্বারা প্রজাবৃন্দের সতত রক্ষণ ও উপকারে যত্নশীল হউন। আর সংক্ষেপে কহিতেছি, ঈর্ষাদেশ দ্বেষ ক্রোধ মাৎসর্য্য ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুক্ষণ ধর্ম্মশীল ও বিচার সময়ে পক্ষপাত পরিশূন্য হইলে যাদৃক্ ঈশ্বরীয় কৃপার ভাজন হইবেন, শুদ্ধ তদীয় নামোচ্চারণ দ্বারা কদাপি তাদৃক কৃপালাভ করিতে সক্ষম হইবেন না।

অনন্তর রাজা সন্ন্যাসির গূঢ়বচনে গদ২ হইয়া তাঁহাকে একান্ত বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন ও তৎকথিত সুনিয়ম সমস্ত পুস্তকে লিখিয়া স্বদেশে প্রচার করিলেন, এবং আপনিও তদনুসারে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া পরিশেষে লোকান্তর যাত্রা করি-

লেন। অতএব যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ করিয়া অতুল সুখেচ্ছা করে সে রাজা দ্বিজপ্রসাদের মত সৎক্রিয়ায় যত্নশীল হউক।

(একান্ত চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করার ফল)।

অযোধ্যা নগরে গুণসাগর নামে এক গুণগ্রাহী নৃপতি ছিলেন, তাঁহার রাজধানীতে উপদেশক নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত বাস করিতেন। এক দিবস রাজা প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে সামান্যতঃ কি উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য? তাহাতে পরমবিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ কহিলেন, মহারাজ বিপদ সময়ে একান্ত চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকাই দুঃখ নিবারণের প্রধান উপায়। অযোধ্যাধীশ্বর তদবধি কোন অশুভ ঘটিবার উপক্রম মাত্র বিশুদ্ধ চিত্তে চিদানন্দকে স্মরণ ও তদীয় হস্তে সমুদয় ব্যাপার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কিয়দ্দিন পরে কোন প্রতিপক্ষ রাজা

রাজ্যের একাংশ একবারে অবরোধ করিলেক। তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্রের ঝনৎ শব্দে ও ঘোরতর সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া সকলের অসহ্য হইলে রাজা শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। প্রজাবর্গেরা অতি ভীত এবং স্বস্ব পরিজন রক্ষা হেতু সশঙ্কিত হইয়া রাজধানীতে সমাগমন করত রাজাকে সম্বাদ দিল। রাজা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্ব দিবস প্রধান সেনাপতির প্রতি যুদ্ধার্থে সেনা সংগ্রহকরণের আদেশ করিয়া আপনি সমস্ত রজনী একাগ্র মনে ঈশ্বর আরাধনায় অনুরক্ত রহিলেন। রাজাকে ঈদৃক ভাবাপন্ন দেখিয়া সর্ব্বাধিকারী করপুটে এই নিবেদন করিলেন। মহারাজ কি নিমিত্তে এত চিন্তিত হইয়াছেন। বিপৎকালে ধৈর্য্য, যুদ্ধে বিক্রম ইহা নীতি শাস্ত্রে কহিয়াছে, তবে এক্ষণে ধৈর্য্য শালী হওয়াই উচিত। অতএব আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রতাপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করুন, আর পর দিবস প্রাতে রণস্থলে মহা বীরত্ব ও সতর্কতা প্রকাশ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে যথো-

পযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত রাখিয়া পর্য্যঙ্কোপরি বিনিদ্রিত থাকুন, কারণ নিদ্রা শারীরিক বৈকল্য দূর করিয়া স্ফূর্ত্তি প্রদান করে, তাহাতে রাজা কহিলেন সখে, আমি ভীত হইয়াছি এমত কদাপিও মনে করিও না। আমি সেনাপতির প্রতি সমগ্র ভারার্পণ করিয়া অপার মহিমা-কর জগদীশ্বরের প্রতি একান্ত চিত্তে নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সকলি তাঁহার কৃপা। অতএব আমি এ রজনী জাগরিত থাকিয়া কেবল তদীয় গুণ সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিব, জয় পরাজয় সকলি তৎপ্রসাদাৎ, মনুষ্য তুচ্ছ কীট মাত্র ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত তা-হার ইচ্ছা এবং আয়াস কিছুতেই ফলদায়ক হয় না।

হা, ভক্তবৎসল প্রভো ভক্তের প্রতি সততই সানুকূল। পরদিন প্রাতঃকালে বিপক্ষ এবং সপক্ষ উভয় দলবল রণভূমিতে সমাগমন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামের উপক্রম করিলে গগণ মণ্ডলে অগণনীয় বিদ্যুতাকার দেব সৈন্য ঈশ্বর পরায়ণ রাজার সাহায্যার্থে বিকট বদনে মার২

থরং হুহুঙ্কার শব্দ করিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীত এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। রাজা গুণসাগর অনায়াসে রণজয়ী হইয়া পরমাহ্লাদে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেং প্রীতি বিকসিতমুখে রাজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতএব বিপদকালে ভীত এবং চপলচিত্ত না হইয়া যে ব্যক্তি একান্ত চিত্তে মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের প্রতি সমুদয় নির্ভর করিয়া থাকে তাহার অবশ্যই সুমঙ্গল ঘটে।

(অতুল্য মিত্রতা) অর্থাৎ অবস্থান্তর হইলে মানসিক ভাবেরও বৈলক্ষণ্য হয়।

সন্তোষপুর নামধেয় নগরীতে দুই জন অল্প বয়স্ক বুদ্ধিমন্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরে ঈদৃক দৃঢ়তর মিত্রতার অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে উভয়ে ক্ষণমাত্র অন্যোন্য অদর্শনে অস্থিরচিত্ত হইতেন। কিয়দ্দিন পরে অদৃষ্টপ্রভাবে একতরের রাজমন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্তি হইল। এবং রাজার অতি প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করি-

তে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয়াস্পদ বান্ধবকে একবারে বিস্মৃত হইলেন। আর কখনই তদ্দর্শনেচ্ছু হইয়া তন্নিকটাগমন করিতেন না সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ সুদীনাবস্থ হইয়াও কদাপি উচ্চপদাভিষিক্ত মিত্র সন্দর্শনে যাত্রা করিতেন না। একদা প্রতিবাসিবর্গ তাঁহাকে কহিল। হে বিপ্র, তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, তোমার চির বন্ধুর ঈদৃক সম্পদ হইয়াছে তবে কি জন্যই বা তুমি এত ক্লেশ সহ্য করিতেছ, এই সময় তাঁহার সহিত সাহিত্য আরম্ভ কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার দরিদ্রতা বিমোচন হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন এখন তাঁহার সহিত আত্মতা প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাঁহার মুখাবলোকন মাত্র করিব না।

ইহাতে প্রতিবাসিরা জিজ্ঞাসিল আপনি কি নিমিত্তে এমত কহেন তিনিতো কখনই আপনকার প্রতি অনুরাগশূন্য নহেন। তবে আরাধ্য ব্যক্তিদিগের নিকটে গমনাগমন না করিলে কি প্রকারে উপকার দর্শিতে পারে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পুনশ্চ কহিলেন, দেখ

তিনি রাজকল্প রাজমন্ত্রী, আমি দীন হীন কোন মতেই তৎসংসর্গোপযুক্ত নহি। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত পূর্ব্বে অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল অধুনা তদন্তিকে গমনাগমন করিয়া যদি পূর্ব্বানুরূপ সমাদর প্রাপ্ত না হই তবে আমাকে মন্মথের ন্যায় দুর্বিষহ মর্ম্ম বেদনায় ব্যথিত হইতে হইবে। এ কথায় তত্রোপস্থিত সকলেই মন্মথের বিবরণ শ্রবণেচ্ছু হইলে ব্রাহ্মণ বিস্তীর্ণরূপে বর্ণনারম্ভ করিলেন।

দক্ষিণ দেশে এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার মদন নামে মদনের ন্যায় এক পরম সুন্দর পুত্র ছিল, বিপ্রাবাসের অনতিদূরে মন্মথ নামা এক শূদ্রতনয় থাকিত। মদন এবং মন্মথ শৈশবকালাবধি অনুক্ষণ একত্র ক্রীড়া করিত। কিয়ৎকাল তাহাদিগের অতিক্রান্ত অন্তঃকরণে প্রণয়ের সঞ্চার প্রবৃদ্ধ হওয়ায় পরস্পরে সখা সম্বোধন করিতে লাগিল। একদা মদন মন্মথকে কহিল বন্ধো এখন আর তোমাকে এক দণ্ড দর্শন না করিলে অস্থির হই। অতএব বলিতে কি তুমি অদ্যাবধি পিতৃ আলয় পরিত্যাগ

পূর্ব্বক মদীয় আবাসে আপন ভবন জ্ঞান করিয়া অবস্থান কর, তাহা হইলে আপ্যায়িত হই, মন্মথ কহিল, মিত্র এ কি বিচিত্র কথা। আমারও সেই মানস। তোমার বাক্যামৃত পান করত পরম সুখে দিন যামিনী যাপন করিব। এবং গৃহে যে দুঃসহ ক্লেশে দিনপাত করি তাহারও শেষ হইবে।

অনন্তর মদন ও মন্মথ বন্ধুদ্বয়ে একত্র স্নান, ভোজন, শয়ন, এবং উপবেশনে কাল যাপন করেন। কিয়দ্দিন পরে মদন যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার মনোমধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানের উদ্দীপন হইতে লাগিল সুতরাং মন্মথকে অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা পরমসুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যা, সুরম্য উদ্যান ও অট্টালিকা প্রভৃতি সম্ভোগে মত্ত হইয়া প্রিয় বন্ধুকে সামান্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন, ফলতঃ ইদানীং একবারে পূর্ব্ব ভাবের বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিল। মন্মথ একে অনন্যগতি তাহাতে বাল্যাবস্থায় কোন প্রকার উপজীবিকা সাধনে পটু হইতে

পারেন নাই। বন্ধু ও তদীয় ভ্রাতৃগণকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বোধ করিতেন, কি কারণে প্রণয় ভঙ্গ হইল অনুক্ষণ এই চিন্তায় চিন্তিতচেতা হইয়া কালক্ষেপ করেন। তথাপি প্রণয় রসে মুগ্ধ ও মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া কুত্রাপি প্রস্থান করিতেও পারেন না। একদিবস মদন পৌরবৃন্দ সমভিব্যাহারে নগর সন্নিহিত উপবন বিহারার্থে নির্গত হইলেন। মন্মথ মানসী পীড়ায় পীড্যমান হইয়াও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পশ্চাৎ২ চলিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে মদন অন্যান্য সকলেরই করগ্রহণ পূর্ব্বক যানারোহণে গৃহাভিমুখ হইলেন। মন্মথের প্রতি একবারও কটাক্ষপাত করিলেন না। মন্মথ আতপ তাপে তাপিত, ও বিষম ক্ষোভানল দগ্ধহৃদয় হইয়া বিপিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অতএব যাহার যে প্রকার অবস্থা সে তদনুরূপ অবস্থান্বিত লোকেরই সহিত মিত্রতা করিবেক। দীন হীন ব্যক্তি ধনবানের সহিত সখ্য করিলে তাহাকে অশেষ প্রকার মনোদুঃখের ভাজন হইতে হয়।

রাজা ভদ্রসেনের অশ্ব ক্রয় ।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগে উগ্রক্ষেত্র নামে বহু জনাকীর্ণ নগর ছিল। ভদ্রসেন নামধেয় মহা-রাজ তথায় রাজত্ব করিতেন। একদিবস প্রাতঃ-কালে কয়েকজন বিদেশি কতক গুলিন অশ্ব সম ভিব্যাহারে রাজসম্মুখীন হইয়া নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। রাজা তাহাদিগকে যথো-চিত সম্মান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তো-মরা কি অভিপ্রায়ে এতাধিক তুরঙ্গম লইয়া রাজধানী সমাগত হইয়াছ, তাহারা কৃতা-ঞ্জলি ও বিনয়াবনত হইয়া কহিল। মহারাজ আমরা আপনকার ব্যবহারোপযুক্ত অত্যুত্তম ঘোটক সমস্ত আনিয়াছি। আপনিই ইহাদি-গকে ক্রয় করিতে পারেন। আপনি ব্যতিরেকে বহুমূল্য তুরঙ্গ লইতে কেহই সমর্থ হইবেন না।

অনন্তর রাজা তুরঙ্গম সমস্ত পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্য হইতে দুটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সুলক্ষণ সম্পন্ন তরস্বী এবং প্রদক্ষিণ কুশল দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং সেই দুইটি ঘোটক মন্দুরায় লইয়া যাইতে

অনুমতি প্রদান করণানন্তর কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। বণিকেরা ঘোটক দ্বয়ের যে মূল্য চাহে তাহা দিয়া এতদ্রূপ আর পাঁচটি অশ্বের অগ্রিম মূল্য স্বরূপ আর দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর। পরে বণিকদিগকেও ডাকিয়া কহিয়া দিলেন তোমরা অতি অল্পদিবসের মধ্যে এইরূপ পাঁচটি উত্তম অশ্ব আনয়ন করিবে তাহার মূল্য স্বরূপ দুইলক্ষ মুদ্রা অদ্যই লইয়া যাও। তাহারা অপরিচিত অন্যদেশ নিবাসি একবারে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। এবং যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অগস্ত্যের ন্যায় প্রস্থান করিল।

অমাত্যবর্গ রাজার অব্যবস্থিত কার্য্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু রাজক্রোধ ভয়ে সহসা কিছুই কহিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিনান্তে একদা রাজা ভদ্রসেন মন্ত্রিকে ডাকিয়া কহিলেন। মন্ত্রিন্ আমার রাজধানী মধ্যে যে সমস্ত অবিবেচক আছে শীঘ্র তাহাদিগের নামের এক তালিকা প্রস্তুত কর। মন্ত্রী রা-

জ্ঞাজ্ঞা পাইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন, রাজা আপন অবিবেচনা দেখিতে পান না ভালো দেখাইবার এই এক উপায় বটে। ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ এক পত্রিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহা-রাজ! এইতো লিখিয়া আনিয়াছি কে কে অবি-বেচক তবে শ্রবণ করুন। (রাজা) ভালো আ-রম্ভ কর! (মন্ত্রী পাঠ করিতেছেন) যে ব্যক্তি উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবি-সুখের প্রত্যাশা করে সে এক অবিবেচক। যে ব্যক্তি আয়াধিক ব্যয় করে সে এক অবি-বেচক। যে দীন দরিদ্র হইয়া ধনাঢ্য লোকের সহিত প্রণয় করিতে চাহে সে এক অবিবেচক। যে জন পরিবার বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করি-য়া আবাসে সুখী হইবে মনে করে সে এক অবিবেচক। এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়া তাহার হস্তে অর্থ সম-র্পণ করে সে সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচক। তখন রাজা মন্ত্রির অভিপ্রায় কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন। মন্ত্রিন্ এই রূপ

অবিবেচক কে কে আছে আমি বিশেষ রূপে তাহাদিগের পরিচয় পাইতে লালসা করি তুমি কি জন্য তাহাদিগের এক জনেরও নাম না লিখিয়া শুদ্ধ কতিপয় কার্য্যের উল্লেখ করিলে পরে মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাসা ও চকিতচিত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিলে আমার প্রাণদণ্ড হইবেক এই আশ-ঙ্কায় পারি নাই। যদি প্রাণরক্ষা হয় এমত অঙ্গীকার করেন তবে বলিতে সমর্থ হই। রাজা কহিলেন অবশ্য, তোমার কোন শঙ্কা নাই তখন মন্ত্রী রাজার নির্বন্ধ লঙ্ঘনে অসমর্থও অভয় লাভে সাহসী হইয়া কহিলেন, মহারাজ যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচক সে আপনি, বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রি বাক্যে রাজা অত্যন্ত বি-স্ময়াপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিহেতুক বল দেখি (মন্ত্রী) কেন অজ্ঞাতকুল শীল অশ্ব বণিকদিগকে দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা পুনরাগমন না করিলে আপনি তাহার কিছুই উপায় করিতে পারিবেন না। রাজা উত্তর করিলেন, যদি তাহারা

পুনর্ব্বার অশ্ব লইয়া আগমন করে তাহা হইলে আর আমি কি রূপে অবিবেচকের মধ্যে গণ্য হইব? তখন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মহারাজ তাহা হইলে আপনকার নাম উচ্ছেদ করিয়া সেই স্থানে তাহাদিগের নাম লিখিয়া দিব কেন না তাহারা অনায়াসে প্রাপ্ত ধনে পুনশ্চ বঞ্চিত হইবেক।

অনন্তর রাজা ভদ্রসেন মন্ত্রির বচন বৈদগ্ধী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং তদবধি তাঁহার অনভিমতে কোন কর্ম্ম করিতেন না।

অতএব এই রূপ কৌশল দ্বারা মহৎ ব্যক্তির দোষ সংশোধন করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য।

ভক্তবিলাস নামক তপস্বির

বিবরণ।

গোদাবরী তীরে অখণ্ড নগরীতে ভক্তবিলাস নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদা মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার এইতো চরমাবস্থা, যে সংসারের জন্য সতত ব্যগ্র-

মতি থাকি সেই সংসার অকিঞ্চিৎকর ও মায়া প্রপঞ্চ। এবং এই পাঞ্চভৌতিক শরীরও ক্ষণ-ভঙ্গুর। অতএব এখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভূত-ভাবন ভগবানের আরাধনা করাই সারকর্ম্ম। এই সংকল্প করিয়া পুত্রের প্রতি তাবতীয় ভারার্পণ করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ পঞ্চ-বটী নামক মনোহর তপঃকাননে প্রবেশ করি-লেন, তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ দেখিলেন। মহাতপা মহর্ষিগণ শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বেদ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, কেহ বা দিনান্তে ফলমূলাহারে কেহ বা অনাহারে এবং কেহবা অহর্নিশ ধ্যান করত কাল যাপন করি-তেছেন। কোন স্থানে মুকুলিতাক্ষি হইয়া সমাধিসাধন করিতেছেন। কোন২ মহর্ষি বেদি-কোপরি অজিনাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নি মুখে আহুতি প্রদান করিতেছেন, মুনি বালকেরা চতুর্দ্দিগ হইতে শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম ম-ল্লিকা মালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প কুশা ও সমিধ আহরণ করিতেছেন। মুনিদিগের প্রভাবে অটবীস্থ শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুগণ

হিংসাবিরত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে বিচরণ করিতেছে। যজ্ঞধূমে আশ্রমস্থ তরুগণের শাখা শ্যামলমূর্ত্তি ধরিয়াছে। মন্দ২ গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তার করিতেছে, যে ব্যক্তি সতত বিষয়ামোদে উন্মত্ত তাঁহাদিগের প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিলে তাহার ও মনোমধ্যে ভক্তি রসের সঞ্চার হয়। এবং এইঅকিঞ্চিৎকর সংসারের মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অতুল অনন্ত সুখ লাভ করিতে অভিলাষ জন্মে।

অনন্তর ভক্তবিলাস সেই স্থানে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। মনোমধ্যে নিশ্চয় জানিতেন, যে করুণাকর পরমেশ্বর সর্ব্বত্রেই দৃষ্টিপাত করত সুকৃতশালি মানবদিগের প্রতি অজস্র শান্তি বিতরণ এবং পাপাত্মাদিগকে শাস্তি ফল প্রদান করিতেছেন। বহুকাল পরে একবার পঞ্চবটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা কালীন বহুজন সমাকীর্ণ এক নগরীতে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে যে ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক

দয়াশীল এবং পরোপকারী তাহারও অর্থনাশ পুত্রশোক ইত্যাদি নানা প্রকার মনস্তাপ ঘটিতেছে। এবং মিথ্যাবাদি ও পরহিংসক নরাধমগণের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে।

এবম্ভূত ব্যাপার সমস্ত দর্শনে ভক্তবিলাসের দৃঢ় বিশ্বাসের বৈলক্ষণ্য জন্মাইল, এবং তাঁহার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই এই আন্দোলিত হইতে লাগিল। হা, কি হইল। হা, জগদীশ্বর যদি তব রাজ্যে এতাদৃক অবিচার আরম্ভ হইয়াছে তবে পরিণামে আমারি বা কি দশা হইবেক, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি তদ্দিবসাবধি তপ জপে একবারে বিরত হইয়া মনোগত সন্দেহ ভঞ্জনার্থে উন্মত্তের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী পরম ভক্তের সংশয়চ্ছেদ করণ জন্য স্বয়ং এক অদ্ভুত যুবক রূপ ধারণ পূর্ব্বক তৎসন্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং অতি মৃদু সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে যোগীশ্বর আপনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। এজন্য আমার একান্ত বাসনা যে তব-

সমভিব্যাহারে আমিও দেশ ভ্রমণ করি। তপস্বী তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া গদগদান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর করিলেন। বৎস তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার নয়ন যুগল চরিতার্থ হইয়াছে, এবং মন ও প্রাণ প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে। ধন্য ধন্য আমি যেহেতুক এই নিবিড়ারণ্য মধ্যে ঈদৃক মহাপুরুষের সংসর্গ লাভ করিলাম। যাঁহার সহিত কথোপকথনে এবং যাঁহার সদ্বক্তৃতা শ্রবণে পরম সুখে কাল হরণ করিব। ইহাতে মানবরূপি ভগবান্ কহিলেন, হাঁ মহাশয় আপনি যেরূপ কহিলেন, আমারও ঐ প্রকার মানস, উভয়ে এই রূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেং কীয়দ্দূর গমন করিলে প্রভাকর দিবাবসান করিয়া অস্তাচলের অন্তরালে প্রয়াণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে পূর্ব্বদিগে পূর্ণ শশধর উদয় হইয়া জগন্মণ্ডল আলোকে পরিপূর্ণ করিল। অন্তঃস্নিগ্ধকর জোৎস্নায় দিঙমণ্ডল নির্ম্মল করিলে বনস্থ বৃক্ষলতা এবং পুষ্প সমস্ত অতি উজ্জ্বল এবং লোচনানন্দদায়ক হইতে লাগিল।

সেই সময়ে অনতিদূরে এক উচ্চ অট্টালিকা দৃষ্ট হইল, তখন মানবরূপী ভগবান্ কহিলেন পথ পর্য্যটনে উভয়েই ক্লান্ত হইয়াছি। চলুন এই স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনী যাপন করি। ভক্তবিলাসও সে কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

সেই অট্টালিকার অধিপতি অতি সচ্চরিত পরোপকারী এক অতিথি ভক্ত ছিলেন তাঁহার মনোমধ্যে সর্ব্বদাই আত্মধন গৌরবের উদ্রেক হইত একারণ তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য নানা প্রকার দ্রব্য সহিত ও অতিথিদিগের ভোজনার্থে রজত স্বর্ণ নির্ম্মিত তৈজসাদি স্তরে২ প্রস্তুত থাকিত।

অনন্তর তিনি অতিথিদ্বয়ের দর্শনে পরমাপ্যায়িত বোধ করিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনোপবেশন করাইয়া শ্রান্তি দূরকরণার্থে স্বহস্তে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এবং বহু মূল্য স্বর্ণপাত্র সকল পরিপূর্ণ নানাবিধ চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে তাঁহাদিগকে ভোজনের

কারণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে এক মনোহর শয়নাগারে সুকোমল শয্যামণ্ডিত পল্যঙ্কে শয়ন করিবার সঙ্কেত করিয়া আপনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মহাঘোর তৃতীয় প্রহর রজনী সময়ে ভৃত্যবর্গ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইলে মানববেশী গাত্রোত্থান পুরঃসর সেই সমস্ত বহু মূল্য স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিলেন। এবং ক্ষণকাল পরে ভক্তবিলাসকে জাগরিত করিয়া কহিলেন, হে মহাশয় রজনী শেষ হইয়াছে এই সময়ে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর ভক্তবিলাস গাত্রোত্থান করিলে উভয়ে কথোপকথন করিতে২ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন এবং নিশাবসান হইলে বৃক্ষ সমূহের নব পত্র শোভা সন্দর্শনে, বিহঙ্গমগণের সুমধুরস্বর কোলাহল শ্রবণে এবং নানা জাতীয় কুসুম সৌরভে হৃৎপদ্ম শীতল বোধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তপস্বী দৈবাৎ মানবরূপির কক্ষদেশে অপহৃত স্বর্ণপাত্র সমস্ত

অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং কম্পিত কলেবর হইলেন। এবং পদ সঞ্চালনে অশক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন। হায়! এ দুরাত্মা কি কৃতঘ্ন! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে আশ্বাস দান করিয়া অশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিল এবং স্বহস্তে আহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া কিপর্য্যন্ত সুশীলতা ও নম্রতা প্রদর্শন করিল এ দুরাচার ধনলোভে লোলুপ হইয়া তাহারি সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে। আহা! কি-লজ্জার বিষয়, সে ব্যক্তি এতক্ষণে কতই নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতেছে। যাহা হউক, এ মিষ্ট ভাষি দুষ্টান্তঃকরণ দুরাত্মার সহিত আর কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য নয়। আমি এই দণ্ডে ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা প্রস্থান করি। ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী তৎক্ষণাৎ তাহার মনস্থ জানিতে পারিলেন। এবং তদীয় বিচিত্র মায়া প্রভাবে অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডল ঘোরতর জলদ জালে আবৃত হইয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি ও মহা-নাদে কুলিশপাত হইতে লাগিল। উভ-য়েই শীতে সঙ্কুচিত ও কম্পিতকায় হইয়া

আশ্রম অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মানবরূপ জগদীশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিয়দ্দূরে এক মনোহর অট্টালিকা দৃষ্ট হইলে তাঁহারা তন্নিকটাগমন করিয়া দেখিলেন তদীয় দ্বার সমস্ত অবরুদ্ধ রহিয়াছে কোন দিকে জন মানবও নাই, চীৎকার করিয়া গৃহস্বামিকে বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন। ঐ গৃহস্বামী অতি কৃপণ, কর্ণকুহরে কণ্ঠরব প্রবিষ্ট হইলে অতিথি আসিয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও চিন্তাকুল হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া পরিশেষে অল্পেং দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন সার্দ্র সর্ব্বাঙ্গ এবং শীতকম্পিত বিগ্রহ ব্যক্তিদ্বয় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া কোন সম্ভাষণ না করিয়া মৌনীভাবে উপবিষ্ট রহিলেন, অতিথিদ্বয় গৃহকর্ত্তাকে ঈদৃক ভাবাপন্ন দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে অভিপ্রায় অবগত করাইয়া কহিলেন। হে মহাশয়, কি জন্য চিন্তা করিতেছেন। আমরা অধিক যাচঞা করি না অচিরাৎ খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে

ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া বৃষ্টি শেষ হইবামাত্র পুনঃ প্রস্থান করি, ইহা শুনিয়া গৃহ স্বামী তৎক্ষণাৎ স্বল্পতর আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং বৃষ্টি নিবারণ হইতে না হইতে কহিতে লাগিলেন স্বস্থানে প্রস্থান কর আর বসিয়া থাকার আবশ্যক নাই, এই দ্বার এখনি রুদ্ধ হইবেক। তখন মানবরূপী বৈকুণ্ঠনাথ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কক্ষদেশ হইতে স্বুবর্ণ পাত্রচয় তাঁহার অতিথি সৎকারের পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভক্তবিলাস তাঁহার স্বহস্তে অন্যায় অপহরণ এবং এ স্থলে অনর্থক দান দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও পথিমধ্যে তদীয় সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে গমন করিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার প্রভাবে সেই বনের দুই পার্শ্বে কণ্টক সমস্ত দৃষ্ট হইবায় তিনি কোন ক্রমে অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিলেন না বরং মানবরূপির অনুসরণ করিতে

বাধ্য হইলেন। তাঁহারা এইরূপ পর্য্যটন করিতে২ সন্ধ্যার সমাগম দেখিয়া এক দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, দেবালয়াধ্যক্ষ ঈশ্বর পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা এবং অতিথিপরায়ণ অতিথি দর্শন মাত্র গলবস্ত্র হইয়া নানা প্রকার সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অতিথিদিগকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া স্বহস্তে চরণ ধৌত ও গাত্রমার্জন সমাধা করিলেন। এবং আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন। অতিথি সকল বর্ণের গুরু, অতিথি দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ধন্য২ জগদীশ্বর যেহেতুক তদীয় কৃপাবলে অদ্য অতিথি দর্শন করিলাম এবং অতিথিকে ভোজন করাইয়া পরম সুখে অবশিষ্টান্ন ভক্ষণ করিব। মানবরূপী পরমেশ্বর তাহার আতিথেয়তা ও শ্রদ্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মনে২ বিচার করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি যে প্রকার ধর্ম্মশীল ইহাকে অতি ত্বরায় ভব বন্ধন হইতে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহা ভাবনা করিয়া তা-

হাকে সন্নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহাশয় আপনার কয় জন পরিবার ও কিৰূপে ভরণ পোষণ করেন। অতিথিভক্ত কহিলেন হে তাত তবে শ্রবণ কর আমরা স্ত্রী পুরুষ এবং এক দুগ্ধপোষ্য শিশু আর দেব সেবার কার্য্য নিষ্পাদনার্থে এক ভৃত্য, সমষ্টিতে এই চারি জন এতদ্ভিন্ন অপর কেহ নাই। আর বৃত্তি স্বৰূপ যৎকিঞ্চিৎ যে ভূমি আছে তাহার উপস্বত্বে আমাদিগের বিলক্ষণ নির্ব্বৃতি হইতেছে, এ প্রকার কথোপকথন সমাপ্ত হইলে নানাবিধ দ্রব্যাদি সমাহরণ পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং পত্রাবশিষ্ট ভোজন করিলেন। অতিথিদিগকে এক সুরম্য পর্য্যঙ্কেশয়ন করাইয়া আপনারা তৃণ শয্যায় বিনিদ্রিত হইলেন।

নিশাবসান হইলে অতিথি ভক্তেরা স্ত্রী পুরুষে গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মানবৰূপী ভগবান্ এই সুযোগে গৃহমধ্যে প্রবেশানন্তর তাহাদিগের এক মাত্র নিদ্রিত সন্তানের প্রাণ সংহার করিলেন। এবং প্রচ্ছন্নভাবে বহির্গত হইয়া ভক্তবিলাসের সমভিব্যাহারে বিদায় প্রা-

র্থনা করিলে তাঁহারা যথোচিত বিনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন দেখিতেছি আপনারা বিদেশীয় ব্যক্তি, কোন্ দিগে কোন্ পথ তাহা উত্তম রূপ অবগত নহেন। অতএব এই ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে দিতেছি এ অগ্রসর হইয়া আপনাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে. কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলেন এক নদী ভীষণ তরঙ্গাকুল হইয়া অতিবেগে প্রবাহিত হইতেছে স্থানে২ ভয়ানকাকার মকর কুম্ভীরাদি ভাসিতেছে। তিন জন কষ্টে সংক্রম দ্বারা তরঙ্গিণী পার হইতে২ এক আঘাতে কিঙ্করকে প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিলেন, তথায় এক বিকটাকার নক্র ভাসমান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া জল মগ্ন হইল।

ভক্তবিলাস স্বীয় সঙ্গির আদ্যোপান্ত তাবতীয় দুরাচরণ দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি ও বিস্মিত চিত্ত হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন। " হা, কি মহাপাতক। অতি বিনয়ি পরম সাধু ব্যক্তির এক মাত্র জীবিতাধিক পুত্র, এ দুরাত্মা তাহারই প্রাণ হত্যা করিল। হায় হায়! অনুমান করি

তিনি এতক্ষণে শোক সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এই ভৃত্য জীবিত থাকিলেও এ সময়ে তাঁহার বিস্তর উপকার করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ সময় তাহাকেও নক্র হস্তে পতিত করিয়াছে।

অনন্তর আত্ম সঙ্গির মুখ দর্শনে বিরত হইয়া অতি বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করা কাহারও সাধ্য নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ অলৌকিক জ্যোতীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভক্তবিলাসের সম্মুখীন হইয়া সুগভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে তাপস! আমি তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও তপস্যায় অতিশয় তুষ্ট ছিলাম এ-কারণ তোমার মনোগত সন্দেহ ভঞ্জনার্থে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি অতিথিসৎকার করিয়াছে সে ধর্ম্মাত্মা বটে, কিন্তু সে সর্ব্বদাই ধনমদে উন্মত্ত হইত এজন্য তদীয় তৈজসাদি অপহরণ করিয়া তাহার মনে বিকারের শান্তি করিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর পরোপকার করিলে আত্ম উপকারের সম্ভাবনা এই উপদেশ প্রদা-

নার্থে তাহাকে উক্ত দ্রব্যাদি দান করিলাম। তৃতীয় ব্যক্তির কথা কি কহিব তদপেক্ষা ধর্ম্মশীল এ ভূমণ্ডলে অত্যল্প দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে শেষাবস্থায় যে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রতি সর্ব্বক্ষণ অনুরক্ত হইয়া দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠানে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছিল। সুতরাং তাহাকে পুনর্ব্বার মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সেই শিশুর প্রাণ সংহার করিলাম। আর যে ভৃত্য নক্র গ্রাসে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে মনে২ স্থির করিয়াছিল যে অদ্যই নিশীথ সময়ে সকলে বিনিদ্রিত হইলে, স্বামির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিব। সুতরাং অতিথি সপর্য্যা ও পরোপকারে নিযোজিত যে ধন সেই ধন রক্ষার্থে তাহাকে শমনাগারে প্রেরণ করিলাম। এবম্প্রকার কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতে নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। ভক্তবিলাস প্রেমাশ্রুপাতে ঈশ্বর যাহা করেন তাহা অবশ্যই যথার্থ, তৎকারণ বোঝা কাহারই বা সাধ্য, এই কথা পুনঃ২ স্বীকার করিতে লাগিলেন। এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া পুন-

র্দ্ধার পঞ্চবটী প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে পাঠকবর্গ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের দুঃখ ও পাপিগণের সুখ সম্পত্তি দর্শন করিয়া কদাপিও ঈশ্বর নিন্দা করিও না, তিনি মঙ্গলাকর তাঁহার তাবতীয় কার্য্য পরিণাম মঙ্গল দায়ক।

দীন এবং দীনতা।

দীন

কে তুমি কিরাতরূপী কোথা তব বাস।
পলাইল ভাগ্যদেবী পেয়ে তব বাস ॥
অভাব নামেতে তুমি পাতিয়াছ পাশ।
সজড়িত হয়ে মরি নাহি সরে পাশ ॥
চিন্তা তব অনুচর প্রবেশি অন্তর।
জ্বলন্ত অনল সম জ্বলে নিরন্তর ॥
কপটতা পরিহরি দেহ পরিচয়।
কোন দোষে দেহ মোরে যাতনা নিচয় ॥

দীনতা

দীনতা আমার নাম শুনহে সুদীন।
অলস জনের দেহে বাস চিরদিন ॥

স্বাধীন থাকিতে তুমি ভালকি বাসনা।
শ্রম বিনা সুখ ভোগ করিছ বাসনা ॥
আলস্যের বসে যার বৃথা যায় কাল।
শুনহে সুদীন আমি হই তার কাল ॥
স্বভাবে অভাব জাল দেখ আছে পাতা।
অলসেরে দণ্ড দিতে রহেছেন পাতা ॥
এ নহে আমার দোষ শুন ওহে দীন।
আপনার দোষে হলে আমার অধীন ॥

দীন

সংসার জলধিনীরে, অমূল্য রতন হীরে,
সুখরূপে আছে তথা শুনিবারে পাই হে।
তোমার অধীন তাই, মম অধিকার নাই,
অনিমিষে তার পানে জল জল চাই হে॥
দেখিয়া তোমার বল, নয়নে বহিছে জল,
আশা বিনা আর কেহ প্রবোধিতে নাই হে।
প্রিয় জন ছিল যারা, অন্তর হইল তারা,
যাচকের মত হয়ে পাছে ধন চাই হে ॥
শীতে সঙ্কুচিত দেহ, সম্ভাষ না করে কেহ,
ত্যজিতে হইল গেহ, ভাবি সদা তাই হে।
এ আর বিষমভয়, দেহ বাসি রিপু ছয়,

প্রবল হইলে পাছে পাপ পথে ধাই হে ॥
কাটিয়া ধর্ম্মের সেতু, করোনা অনর্থ হেতু,
কলুষ কল্লোলে কভু সুনিস্তার নাই হে।
চারিদিগে প্রতিকূল, করিতেছে হুল স্থূল,
অকূল দুঃখসাগরে বুঝি ডুবে যাই হে ॥

পুস্তকের প্রতি যত্ন করা আবশ্যক।

মানববর্গ আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে বিপুল যত্ন সহকারে জ্ঞান রত্নের অধিকারি হইতে নিরন্তর ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট,ইহার সহিত তুলনা করিতে হইলে মণি প্রভৃতি অন্যান্য প্রস্তর সকল অতি নিকৃষ্ট, রজত কর্দ্দম বিশেষ, কাঞ্চন বালুকা কণার ন্যায় বোধ হয়, ইহার প্রভাব থাকিলে প্রভাকরের প্রভাব ও শশধরের দ্যুতিও নয়নে অস্পষ্ট বোধ হয়, এবং ইহার মিষ্টতার তার একবার যে রসনায় গ্রহণ হইয়াছে তাহার নিকট মকরন্দ নিরানন্দ জনক তিক্ত বোধ হয়। জ্ঞান রত্নের মূল্য কোন সময়েই হ্রাস হয় না, ইহার এমনি এক অনির্ব্বচ-

নীয় গুণ আছে তদ্দ্বারা মনের সকল মালিন্য নাশ করিয়া আপনিই নিরন্তর বিরাজমান হইতে থাকে। আহা, এই দেবদত্ত সামগ্রী মনুষ্যের ক্ষণভঙ্গুর দেহে অবস্থিতি করত নিয়ত জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কিঅনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও ভক্তির উদ্রেগ করায়। বিদ্যা তুমি বুদ্ধির অক্ষয় সম্পত্তি তোমাকে ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, পান করিলে পিপাশা দুর হয় না, তোমার ললিত বাক্য বিপদগ্রস্থ লোকদিগের অন্তরে গমন পূর্ব্বক আপনার বিক্রমক্রমে তাহাদিগকে একবার আনন্দ সাগরে মগ্ন করিলে আর তাহারা তচ্ছ্রবণে বধির হয় না, কিম্বা তৎপ্রতি বিরাগ প্রকাশ করে না।

বিদ্যা তুমি মানববর্গের আচার ব্যবহার শুদ্ধকারিণী এবং তোমার উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিলে কেহ ভ্রম কূপে পতিত হয় না, তোমার দ্বারাই ভূপতি রাজ্য করেন। এবং ব্যবস্থাপক তোমার মত প্রচার করেন, তোমাকে সহায় করিয়া যে ব্যক্তিরা স্ব২ উগ্র স্বভাব শান্ত করত

রসিকতা ও বাক্‌পটুতা লাভকরে এবং মনকে পাপ হইতে নিষ্কণ্টক পূর্ব্বক ভূপালের বন্ধু এবং দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হয়, আবার তাহারাই তোমা বিহীনে চৌর্য্য বৃত্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে রত থাকিয়া আপনার দেশের অরি হয়। তবে মনোমোহিনী নিত্য সুখ বিধায়িনী বিদ্যাধন তুমি কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছ, এবং এই তৃষ্ণাতুর প্রাণ কোথায় গমন করিলে তোমার দর্শন পাইবে, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তুমি কেবল পত্রধারিণী গ্রন্থ মধ্যে আপন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ এবং সেই স্থলেই আলোর আলো জীবনের জীবন জগজ্জীবন জগদীশ্বর তোমাকে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং সেখানে যাহারা প্রার্থনা করে, তাহারাই তোমাকে প্রাপ্ত হয়, এবং সেই দ্বারে যাহারা করাঘাত করে তুমি তাহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া অমনি আপনার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখাও। কি আশ্চর্য্য, এই গ্রন্থে যেন কোন বিদ্যাধরী পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,

পাঠার্থির আত্মা তাহার স্কন্ধে উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ চতুর্দ্দিগে লইয়া যায়। গ্রন্থ বিনা আর কাহার দ্বারা আমরা গগন পৃথিবী এবং পাতালের বিবরণ অবগত হই, আর কোন বস্তুতেই বা এই বিশ্ব রাজ্য যেরূপে শাসন হইতেছে এবং পালন হইতেছে তাহা বিবৃত আছে। পঞ্চত্ব প্রাপ্তে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ধর্ম্ম কর্ম্ম কলাপের বলে সুখলাভ করিবেক। এবং পাপিষ্ঠের প্রাণ যে অনবরত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা গ্রন্থ বিনা আর কে আমাদিগের কর্ণ কুহরে নিরন্তর প্রবেশ করাইবে। সংগ্রাম পদ্ধতি, কি সাধ্য কৌশলও সন্ধি পুস্তক দ্বারা মনুষ্য সকলি অবগত হইতেছেন।

কালক্রমে সকল বস্তু ক্ষয় এবং লয় হইতেছে, এবং এই গ্রন্থ বিরহে ভূতলস্থ ভূত কর্ম্ম সকলি অনন্তকাল অন্ধকার হ্রদে মগ্ন থাকিত। যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ যশঃ অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয় সেকন্দর বাদশাহের সকল দেশ আপন কর ভুক্ত করা এবং সাধু পুরুষদিগের অমূল্য জীবন

বৃত্তান্ত সকলি বৃথা হইত যদ্যপি জগদীশ্বর মনুষ্য দিগকে গ্রন্থকারি বিদ্যা না অর্পণ করিতেন। এই ভারতে এমন কোন নৃপতি কিম্বা এমন কোন মুনি ছিলেন না যাহাদিগের কীর্ত্তি পুস্তক সহকার ব্যতিরেকেও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কেন না তাঁহাদিগের নির্ম্মিত যে সকল দুর্গ অথবা নগর বা দেবালয় বা জয়সুচক মন্দির অদ্য দেখা যাইতেছে তাহা কালের প্রবল বলে সকলি অচিরে সমভূম হইবেক।

গ্রন্থ কর্ত্তারাই অমর এবং তাঁহারাই আপনাদিগের আবাসে থাকিয়া লক্ষ যোজন অন্তর দেশবাসিগণের নিকট পরিচিত হইতে সক্ষম হইতেছেন। সত্য বাক্য শব্দের সহিত লয় হয়। মনের সত্য লুক্কায়িত জ্ঞান এবং অদৃশ্য ঐশ্বর্য্য তুল্য কিন্তু যে সত্য একবার গ্রন্থপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সাধারণের নিত্যধন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় চালনা করিলেই তাহা লাভ করা যায়, পাঠ করিলে দৃষ্টি পথের পথিক হয় এবং উচ্চারণ করিলে শ্রবণ কুহরে প্রবেশ করে। পরিশেষে ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে পুস্তক হইতে

আমরা কত উপদেশ ধন লাভ করি কি প্রকার ধীরে ধীরে কি প্রকার গুপ্তভাবে এবং কিরূপ অকুতোভয়ে ইহা অবমাননা ব্যতিরেকেও মানব জাতির মূঢ়তা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সৎপথাবলম্বী হইবার মন্ত্রণা প্রদান করে। গ্রন্থ সমস্তই আমাদিগের যথার্থ গুরু হয়েন কারণ তাঁহারা বেত্রাঘাত চপেটাঘাত আরক্ত লোচন দর্শন, কটু কাটব্য প্রয়োগ এবং ধন দান ব্যতিরেকে আমাদিগের সত্য পালন এবং মিথ্যা হেলন করিতে আদেশ প্রদান করেন। যদি কেহ তাঁহাদিগের নিকট গমন করে তাঁহারা নিদ্রিত থাকেন না, যদি কেহ তাঁহাদিগকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে তবে তাঁহারা কিছুই গুপ্ত করেন না, যদি কেহ তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হয় তবে তাঁহারা আক্ষেপ করেন না এবং যদি কেহ অনভিজ্ঞ থাকেন তবে তাঁহারা হাস্য করিতে পারেন না।

অতএব হে পাঠকগণ এমহীমণ্ডলে বিদ্যাই মনুষ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ পদে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং অন্তঃকরণের সুশোভনীয় অলঙ্কা-

রের স্বরূপ হইয়া সকলের সুখাস্বাদন করাই-তেছে। কিন্তু পুস্তক সকল সেই বিদ্যার মূলাধার। তোমরা যদ্যপি পুস্তকের প্রতি অমনোযোগ এবং তাচ্ছল্য প্রকাশ কর তবে সেই অমূল্য বিদ্যাধন লাভ করিতে কদাচিৎ সক্ষম হইবে না।

নল রাজার বিজ্ঞতা।

নল নৃপতির তুল্য বুদ্ধিমান রাজা ভুমণ্ডলে আর কেহই ছিল না। তিনি বুদ্ধি কৌশলে সসাগরা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন এবং বিপক্ষ গণকে পরাভূত করিয়া স্বপক্ষাপেক্ষাও বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে তদীয় রাজ্য কালীন তাবতীয় লোক সুখি ছিল, এবং সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুশীলন করিত। রাজ্য মধ্যে কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অথবা অন্য কোন অন্যায় কার্য্য করিলে রাজা অতি আশ্চর্য্যরূপে অচিরাৎ তাহার শাসন ও নিবারণ করিতেন।

একদা নৈশধ নগরে অত্যন্ত তস্করের দৌ-

রাত্ম্য হইয়াছিল। নল ভূপতি তাহা শ্রবণমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া শান্তি রক্ষকদিগকে বিশেষ রূপে সতর্ক হইতে কহিলেন: তাহারাও রাজাজ্ঞা অনুসারে দিবানিশি নগর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল তথাপি এক দিবস প্রাতঃকালে বলভদ্র নামক এক জন স্বুবর্ণবণিক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রোদন করিতে২ রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই আবেদন করিতে লাগিল। মহারাজ গত রজনী যোগে দুষ্ট তস্করেরা আমার গৃহ হইতে সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া তাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি চুরি করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে এক্ষণে উপায় কি বলুন, নতুবা মহাজনদিগের মহা তাড়নায় উত্যক্ত হইয়া আমাকে দেশ ত্যাগী হইতে হয়। রাজা বলভদ্রকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতি শীঘ্র ইহার প্রতিকার করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, কিন্তু যাহারা চুরি করিয়াছে তাহারা অবশ্যই এতন্নগরবাসি হইবেক। অতএব কোন কৌশলে তাহাদিগকে সর্ব্ব সম্মুখে স্বীকার করাইতে হইবেক। অনন্তর নৈশধাধি-

পতি তখন সে কথা গুপ্ত রাখিয়া কোন ব্যাপার উপলক্ষে নগর ও শাখা নগর নিবাসি বালক বৃদ্ধ তাবতীয় লোক নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন তাহারা সকলে সভারোহণ করিলে তিনি কিঙ্কর দিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন দেখ দেখ এই এক অদ্ভূত ব্যাপার অবলোকন কর। যে যে দুরাত্মা বলভদ্রের গৃহে স্বর্ণ চুরি করিয়াছিল মহামন্ত্র প্রভাবে তাহাদিগের হস্ত ও বদন শ্বেত বর্ণ হইয়াছে অতএব অবিলম্বে ইহাদিগকে সভা হইতে উত্তোলন কর। দুরন্ত দৌবারিকেরা তাহা শ্রবণমাত্র নিস্কোষ তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সভার চতুর্দ্দিগে ধবল হস্ত ও ধবল বদন অন্বেষণ করিতে লাগিল। যাহারা চুরি করিয়াছিল তাহারা কম্পিত কলেবর হইয়া স্ব২ হস্ত, কেহবা দর্পণ নিকটে আপন আশ্য দর্শন করিতে আরম্ভ করিল।

রাজা যে যে ব্যক্তিকে এরূপ কুণ্ঠিত এবং ব্যতিব্যস্ত দেখিলেন তাহারাই চুরি করিয়াছে এই নিশ্চয় জানিয়া দ্বারপালগণকে তৎতৎ হস্ত পদ বন্ধন করিয়া কারারুদ্ধ করিবার আ-

দেশ প্রদান করিলেন। তাহাতে দৌবারিকেরা তস্করদিগকে পীঠমোড়া করিয়া বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা দোহাই মহারাজ দোহাই মহারাজ বলিয়া করুণাপূর্ণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। হে নরেন্দ্র আমরা চৌর্য্যবৃত্তি কখনই জানি না কেবল বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি তবে এবারে যাহা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ আমাদিগের গ্রহ বৈগুণ্য বলিতে হইবেক। আর কখন এতাদৃশ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না অতএব কৃপাবলোকন করিয়া এই দীন হীন প্রজাদিগের দোষ মার্জ্জনা করুন। আর বলভদ্রের যে কিছু ধনের অপচয় হইয়াছে তাহা সমুদয় আনিয়া দিতেছি তিনি বুঝিয়া লউন।

এক্ষণে নল রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন বিচারপতি বিনয়ের বস হইলে কদাপি দুষক্রিয়ার দমন ও দুর্ব্বৃত্তদিগের যথোচিত শাসন হইতে পারে না। আর দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রহার ও দণ্ড করাই কর্ত্তব্য কেননা

তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিলে অনেকেই অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া শিষ্ট এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে অভ্যাস করিতে পারে। অনন্তর তস্করদিগের নাশা কর্ণ ছেদন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন দেখ এবার বরং অল্পে অল্পে ক্ষমা করিলাম আর কখন তোমরা কিম্বা অন্য কেহ এ প্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ধৃত হইলে আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব। অনন্তর বলভদ্র আপন সর্ব্বস্ব পুনর্ব্বার হস্তগত হইবার সম্ভাবনায় আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া নানা প্রকার প্রশংসা সূচক বাক্য দ্বারা নৃপ গুণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। এ দিগে সভাস্থ সমুদয় লোক নৈশধাধিপতির সুকৌশল সম্পন্ন সুচতুরতা দর্শন করিয়া তাঁহার অশেষ প্রকার সুখ্যাতি প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল। মনুষ্য মধ্যে আমরাই সুখি এবং আমাদিগেরই ধন প্রাণ এবং মান্যমান তাবতীয় সুরক্ষিত যেহেতুক যিনি আমাদের দেশাধিপতি তিনি এতাদৃশ নীতিপরায়ণ বুদ্ধিবন্ত এবং ধার্ম্মিক পরিশেষে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক

রাজাকে প্রণাম করিয়া সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ফলতঃ নল রাজার তুল্য সুবিজ্ঞ রাজা ধরাধামে কদাচ দেখা যায়। তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল প্রভাবে তদীয় রাজ্য মধ্যে কোন অত্যাচার হইতে পারিত না, সুতরাং তৎকালীন লোক সমূহ অত্যন্ত সুখী ছিল।

হে পাঠকবৃন্দ দেখ বুদ্ধির প্রভাবে কি না হইতে পারে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সে নল নৃপতির ন্যায় সংসার রূপ ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতি হইয়া নিয়মিতরূপে কার্য্য সমস্ত নিষ্পাদন করত বন্ধু বান্ধব এবং আত্মপরিবারের সহিত পরম সুখে কাল যাপন করে। এবং লোক সমাজে মহামান্য হইতে পারে, কিন্তু গৃহের কর্ত্তা বুদ্ধি শূন্য হইলে গৃহছিদ্র আত্ম বিচ্ছেদ ভৃত্য অবাধ্য ব্যসন পরিতাপ ইত্যাদি নানা প্রকার দুর্দ্দশার সংঘটন হইতে পারে। অতএব তোমরা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যার আলোচনা দ্বারা সতত সেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য বৃদ্ধি কর।

নীতিমালা।

হে ভূমণ্ডলবাসি বন্ধুগণ যদি সর্ব্ব কার্য্যে সু-মঙ্গল প্রার্থনা কর তবে নম্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক ঐশ্বরীক উপদেশ গ্রহণ করিতে যত্নশীল হও।

যে প্রদেশে প্রখর প্রতাপে প্রভাকর আতপ প্রদান করিতেছেন যে প্রদেশে সমীরণ সর্২ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে এবং যে প্রদেশে মা-নব জাতির আবাস আছে সেই২ স্থানে সত্যের উন্নতি হউক, এবং সত্য প্রতিপালনে সকলেই যত্নশীল থাকুক।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শক্তি অচিন্ত-নীয়, জ্ঞান অসাধারণ, এবং কৃপা অপরিমিত। তাঁহা হইতেই এই তাবতীয় দ্রব্যাদির উৎপত্তি।

সেই ভূত ভাবন ভক্তের জীবন ধন পরমেশ্বর এই প্রকাণ্ড জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এবং ইহার সর্ব্বাংশে সমভাবে বিরাজ করিতে-ছেন। তৎনাশা নিশৃত প্রশ্বাশ পানে প্রাণী মাত্রেই জীবিত রহিয়াছে।

তিনিই নক্ষত্র সমস্ত সৃষ্টি করিয়া গগনের শক্তি বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই এবং সেই

কালাবধি নক্ষত্রগণ অবিশ্রান্ত গতি শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি প্রবাহিত বায়ুপরি আরোহীত হইয়া জগন্মণ্ডল পরিবেষ্টন করত সর্ব্বত্র স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সমাধা করিতেছেন। তাঁহা হইতেই অবনীর শোভা এবং সুশৃঙ্খলতা। তাঁহার এই পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি এক অসাধারণ নীতিপ্রদ গ্রন্থের ন্যায়। ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। কিন্তু অনেকেই ভ্রম তিমিরে ব্যাপিত প্রযুক্ত তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন।

ঈশ্বর স্বয়ং সত্যস্বরূপ, ঈশ্বরীয় জ্ঞান বিমল জ্যোতির ন্যায় দীপ্তমান, তন্নিকটে ভ্রমান্ধকারের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। দয়া ধর্ম্ম প্রীতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি সকলেই তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎতুল্য মহৎ আর নাই এবং তত্তুল্য বৃহৎও আর কিছু হইতে পারে না সুতরাং অন্য কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা অসম্ভব।

আমারা তাঁহাকে শুদ্ধ এই বলিয়া জানি। যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়া এই অবনী

মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছেন। আর এই সুকৌশল সম্পন্ন কলেবর নির্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে বুদ্ধি বৃত্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করাই অস্মদাদির কর্ত্তব্য এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়ম পালনে সতত যত্নশীল তিনিই স্বীয় আত্মাকে সতত কুশলে রাখেন।

প্রণিধান।

হে মানবদেহধারি তুমি কে, কি নিমিত্ত কোথা হইতে আগমন করিয়াছ। ইহা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে কখন আলস্য করিও না। কি পর্য্যন্ত তোমার শক্তি, কি কি তোমার অভাব আর কাহার সহিত কিরূপ তোমার সম্বন্ধ ইহা ভাবনা করিলে অনায়াসে আত্ম পথদর্শক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে স্বক্ষম হইবে। যে কোন কথা কহিতে উদ্যত হও, এবং যে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ কর অগ্রে তাহার দোষ গুণের বিবেচনা করিবে তাহা হইলে কখনই হাস্যাস্পদে পতিত হইতে হইবে না। আর লোক লজ্জা, মনোদুঃখ এবং দুর্ভাবনা সমস্ত

কদাপিও তোমার প্রফুল্ল বয়ানকে ম্লান করিতে পারিবেক না।

যে ব্যক্তি বিবেচনা বিহীন এবং বাক্যের দোষ গুণ বিচার না করিয়া হঠাৎ বাক্য প্রয়োগ করে। তাহাকে তজ্জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

যে অশ্বারূঢ় হইয়া সাতিশয় বেগবান হইতে স্পর্দ্ধা করে। সে যাদৃশ পথ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কণ্টক অথবা গহ্বর মধ্যে পতিত হয়, বিবেচনা বিহীন কর্ম্ম কর্ত্তাকেও তাদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইতে হয়।

অতএব হে ভ্রাতৃগণ যদি নিরাপদে এবং নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে ইচ্ছা কর। তবে সর্ব্বকার্য্যে বিবেচক হও, বিবেচক ব্যক্তিরাই এসংসারে জ্ঞান বান এবং সুখভোগী।

নম্রতা

ঈদৃক মনুষ্য অতি হেয় যে আপনাকে জ্ঞানি জানিয়া আত্মগৌরবে মগ্ন হয়। এবংযে আপনাকে বিদ্বান জানিয়া স্পর্দ্ধা করে, কারণ

আত্ম শ্লাঘা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে অজ্ঞ করিয়া মানাই বিজ্ঞ হওনের আদিসূত্র।

অতি সামান্য বস্ত্র পরিধানে রূপসী রমনীকে যাদৃশ সুবেশা দৃশ্য হয়। শিষ্টাচারও তাদৃশ বিদ্যার অলঙ্কারের ন্যায় দীপ্তিপায়, শিষ্ট ব্যক্তি যদিচ ভ্রমবশত কোন অপকর্ম্ম করেন, তাঁহার শীলতা ও নম্রতা প্রযুক্ত কেহই তৎপ্রতি রুষ্ট হয় না, বরং তুষ্ট হইয়া সে দোষের পরিহার করে।

শিষ্ট ব্যক্তিরা কোন কার্য্যারম্ভে কদাপিও আত্ম বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, বরং বিচক্ষণ বন্ধুগণের সৎপরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃত কার্য্য হয়। আর তাহারা স্বীয় প্রশংসা বাক্য শ্রবণে কদাপিও মনোযোগী হয় না, এবং সে বাক্যের প্রতি প্রত্যয়ও করে না।

অবগুণ্ঠিকাচ্ছাদনে রূপসীর রূপ লাবন্যের যাদৃক আতিশয্য হয়। শিষ্টাচার দ্বারা ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের রীতি ও চরিত্র তাদৃশ পরম রমনীয় হয়।

কিন্তু অহঙ্কারী এবং আত্মশ্লাঘা ব্যক্তি যৎ-

কালিন বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মস্তক সঞ্চালিত ও নয়নদ্বয় ঘূর্ণীত করিতে২ রাজপথ পর্য্যটন করিতে থাকে, এবং দীন হীনদিগকে অতি তাচ্ছল্য ও তৃণবৎ জ্ঞান করে, তখন মহৎ মাত্রেই তাহাকে অবজ্ঞা করেন এবং ইতর সাধারণ সকলেই পরিহাস করে।

আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা অন্যের মতকে অ-গ্রাহ্য করিয়া আপন মতকেই ইষ্ট জ্ঞান করে। তাহারা তৎপ্রযুক্ত কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হ-ইতে পারে না এবং আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ এবং আত্ম প্রশংসা শ্রবণে অথবা কথনে পরমাপ্যা-য়িত বোধ করে।

পরিশ্রম।

ভূতকাল ইহকালের জন্য গত হইয়াছে, ভাবি সময়ে কি হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। অতএব বিগত কালের জন্য অনুসূচনা এবং ভবিষ্যতের প্রতি প্রতীক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান সময়ে সফলতা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেবল এই উপস্থিত মূহুর্ত্তকে আমার বলিয়া কহিতে পার। আগামি সময় ভবিষ্যত তখন কি ঘটনার সঙ্ঘটন হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই।

অতএব যে কোন কার্য্য সাধনেচ্ছা হয় তাহা অবিলম্বে সমাধা কর, প্রত্যুষে যে কার্য্যের পরিশেষ হইতে পারে তজ্জন্য সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও না।

আলস্যই দুঃখ এবং দরিদ্রতার জন্ম দাতা। পরিশ্রম দ্বারা অভাব পরাভূত হইয়া সুখোৎপত্তি হয়। মঙ্গল এবং সৌভাগ্য উদ্যোগী ব্যক্তিদিগের প্রিয় সঙ্গির ন্যায়।

তাহার দৃষ্টান্ত যাহারা আলস্যকে দূরীভূত করিয়াছে এবং দীর্ঘ সূত্রতাকে শত্রু জ্ঞান করিয়াছে তাহারাই ধনবান্, তাহারাই মান্যমান, তাহারাই বলবান, তাহারাই যশস্বী, এবং তাহারাই রাজ সম্মুখস্থ সুমন্ত্রী, উদ্যোগী পুরুষেরা বিলম্বে বিনিদ্রিত হইয়া অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন। আলোচনা দ্বারা মনকে স্ফূর্ত্তি রাখেন এবং শ্রম দ্বারা শরীরকে সবল করেন।

দানশীলতা।

যে পুরুষ স্বীয় হৃদয় ক্ষেত্রে দয়ারূপ কল্প-তরু রোপিত করিয়া তদুৎপন্ন প্রীতি ও শ্রদ্ধা-রূপ সুমধুর ফল অনবরত বিতরণ করিতেছেন তিনিই সুখী এবং তিনিই ধন্য।

তাঁহার অন্তঃকরণস্থ নির্ঝর হইতে সততারূপ নদী সকল উদয় হইয়া তাবতীয় মানবদিগের মঙ্গলার্থে নানাদিকে প্লাবিত হইতেছে। তিনি দীন হীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ নিবারণ করেন এবং সর্ব্ব সাধারণের উন্নতির চেষ্টা দ্বারা মনোমধ্যে পরমানন্দের অনুভূত করেন।

তিনি কখন কাহারও প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্র-য়োগ অথবা পরহিংসকের বাক্যে প্রত্যয় করেন না। আর সেই বাক্য কদাপিও আপন ওষ্ঠ হইতে নির্গত করিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি অপরাধির অপরাধ মার্জ্জনা করেন। ঈর্ষা এবং জীঘাংসাকে দূরীভুত করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ রাখেন।

তিনি মন্দকারির প্রতিও মন্দ করেন না এবং পরম শত্রুকেও ঘৃণা করেন না, বরং মিষ্ট ভৎ-

সনা দ্বারা তাহাদিগকে দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করেন।

তিনি পরের শোকে অতি শোকাকুল এবং পরের দুঃখে অতি কাতর হইয়া সেই দুঃখ দূর করিতে সতত চেষ্টিত থাকেন। এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রম সফল বোধ করেন।

তিনি ক্রোধিতান্তঃকরণকে শান্ত করেন ও কলহকারিদিগকে ক্ষান্ত রাখেন এবং প্রতিবাসিদিগের মনোমধ্যে সদভিপ্রায়ের সঞ্চার করেন তাহাতে সৰ্ব্বত্রেই তাঁহার প্রশংসার এবং বদান্যতার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়।

কৃতজ্ঞতা।

যাদৃশ শাখা সমস্ত মূল হইতে ঊর্দ্ধ সঞ্চালিত রসকে পুনরায় অবধারিত করিয়া সেই মূলকে পুষ্টি করে। যাদৃশ নদী সকল সামুদ্রিক জলাকর হইতে উদয় হইয়া পুনরায় সেই সমুদ্রতে তাবতীয় জলার্পণ করে। কৃতজ্ঞ ব্য-

ক্তিরাও তাদৃশ উপকারকের প্রতি প্রত্যুপকার করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা তদীয় হিত কার্য্য সমস্ত স্বীকার করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে সন্দর্শন করে।

যদিও তাহারা প্রতিউপকারে অক্ষম হয় তথাপি প্রাপ্ত উপকার সমস্ত কখনই বিস্মৃত হয় না বরং যাবজ্জীবনাবধি একান্ত চিত্তে স্মরণ করিতে থাকে।

সদন্তঃকরণ লোকদিগের হস্ত আকাশবাসি জলধরের ন্যায়। যে জলধরেরা বরিষণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ফল পুষ্প ও নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ উৎপত্তি করত অবনীর শোভা বর্দ্ধন করে। কৃতঘ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণ বালুকাময় মরুভূমির ন্যায়, সে স্থানে যতই বৃষ্টি হউক ততই শোসিত হয় এবং তৃণ মাত্র জন্মে না।

অতএব উপকারির প্রতি দ্বেষ করিয়া তদ্দত্ত উপকার সমস্ত কদাচিৎ অস্বীকার করিও না। যদিও উপকৃত হওয়আপেক্ষা উপকার করা এবং অন্যের প্রতি সততা প্রকাশ করাই প্রশংসীয়

তথাপি যে ব্যক্তি নম্র এবং কৃতজ্ঞ সে লোকত এবং ধর্ম্মত সর্ব্বত্রেই প্রশংসার পাত্র।

কিন্তু অহঙ্কারী এবং আত্মভিমানী ব্যক্তি-দিগের হস্ত হইতে উপকার গ্রহণ করিও না কারণ তাহারা প্রতি উপকার প্রাপ্তে কখনই সন্তুষ্ট হয় না. আর সেই উপকৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য সন্দর্শনে মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ করে। এবং আত্ম মাহাত্ম্য প্রচারোপলক্ষে পদে২ তাহাকে লজ্জাস্পদে পতিত করে।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	ঈশ্বরাধনা	ঈশ্বরারাধনা
৩	৮	সুখস্বাচ্ছন্দে	সুখস্বাচ্ছন্দ্যে
৫	১৯	অধিকারি	অধিকারী
৬	১৬	অতঃরপ	অতঃপর
১২	১১	অপর্য্যপ্ত	অপর্য্যাপ্ত
ঐ	১৫	রাজনীয়মানুসারে	রাজনিয়মানুসারে
ঐ	২০	অদ্যপি	অদ্যাপি
১৪	৯	উপন্ম্যাসে	উপন্যাসে
১৫	৮	বিমুখ	বঞ্চিত
১৫	১১	তদ্বারা	তদ্দ্বারা
১৬	৮	ইন্দ্রপ্রেস্থে	ইন্দ্রপ্রস্থে
১৭	১৯	ত্রটি	ত্রুটি
২২	১৪	ঈদৃশী	ঈদৃগ্
২৩	৮	সন্মখে	সম্মুখে
২৫	৯	অনাথা	অনাথ
২৫	২০	ঝিতে	বুঝিতে
৩২	১৭	সহায়দায়িনী	সহায়তাদায়িনী
৩৩	১	আশু	আসন্ন
৩৯	৮	সন্মুখে	সম্মুখে
৪০	১৪	মন্ত্রী	মন্ত্রিন্
৫০	১৩	বাক্যবানে	বাক্যবাণে
ঐ	ঐ	জর্জ্জরিভূত	জর্জ্জরীভূত
৫১	১৭	সুখাভিলাষিনী	সুখাভিলাষিণী
৫৪	২	মূহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
৫৫	১৫	প্রত্যুযে	প্রত্যূষে
৫৬	৯	দরাত্মা	দুরাত্মা

৫৬	১২	পরিভামন	পরিভ্রামণ
ঐ	১৯	দৃদ্ধৈব	দুর্দ্দৈব
৭২	১৫	তাহাদিগের অতিক্রান্ত	অতিক্রান্তে তাহাদিগের
৮৪	১০	হর্ম্ম	হর্ম্ম্য
৮৫	১৫	বক্ষ	বৃক্ষ
৮৬	৭	পযান্ত	পর্য্যন্ত
৯৭	৬	উদ্রেগ	উদ্রেক
ঐ	৯	দুর	দূর
১০২	৮	ভুমণ্ডলে	ভূমণ্ডলে
১০৫	১৭	বস	বশ
১০৮	৩	ঐশ্বরীক	ঐশ্বরিক
১১০	১৫	উদ্দ্যত	উদ্যত
১১২	১৯	রমনীয়	রমণীয়
১১২	২০	আত্মশ্লাঘা	আত্মশ্লাঘী
১১৩	১	কালিন	কালে
১১৩	২	ঘুর্ণীত	ঘূর্ণিত
ঐ	৭	আত্মভিমানী	আত্মাভিমানী
১১৪	১	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
ঐ	২	ভবিষ্যত	ভবিষ্যৎ
ঐ	৬	প্রত্যুযে	প্রত্যূষে
ঐ	১৯	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
১১৭	১৫	শোসিত	শোষিত